



# প্রতিবাদী কলম



## ২৩৫ নিয়োগ

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে অগ্নি নির্বাপক দফতরে বিভিন্ন কাটাগরিতে ২৩৫টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি আরও জানান, এই ২৩৫টি পদের মধ্যে রয়েছে ৫ জন স্টেশন অফিসার, সাব-অফিসার ১৫ জন, লিডিং ফায়ারম্যান ২৫ জন, ড্রাইভার ২৫ জন, ফায়ারম্যান ১৬০ জন এবং এলডি ব্লক ৫ জন। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, পূর্ত দফতরের অধীনে ১৮টি থ্রু-বি নন গ্যাজেটেড (টেকনিক্যাল) সিনিয়র ড্রাফটম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই পদে লোক নিয়োগ করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের অধীনে ২২টি সিডিপিও পদে লোক নিয়োগের জন্য ২২টি সিডিপিও পদ পুনরায় তৈরি করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই টিপিএসসির মাধ্যমে এজন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

### নির্লজ্জ পুলিশ

### সচেতনতার নামে

### ‘ক্লারিফিকেশন’ চায়!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পুলিশের ইন্সপেক্টর থেকে টিপিএস ক্যাডরে পদোন্নতি পাওয়া ২৪ জনকে থানা থেকে পুলিশের জেলা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই নির্দেশ বের হয়েছে। একই দিনে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ এলজিবিটিকিউ + মানুষদের অধিকার নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচী করেছে। এই কর্মসূচী পুলিশের জন্য, ৪০ জন পুলিশ আধিকারিক তাতে অংশ নেন। দুই ভারপ্রাপ্ত এসপি, দুই অ্যাডিশনাল এসপি, প্রমুখ ছিলেন। অমিতাভ পাল, অনিবার্ণ দাস’র মত কর্তৃত্বকর্ম, সদরে বহুদিন ধরে থাকা অফিসারও ছিলেন। সব এসডিপিও, সব থানার, আউট-পোস্টের ওসি ছিলেন। দুপুর এগারোটায় থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এই মিটিং হয়েছে। এলজিবিটিকিউ + মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘনে অভিযুক্ত থানার ওসিও পদোন্নতি পেয়ে জেলা সদরে যাওয়ার তালিকায় আছেন। এই মাসেই এলজিবিটিকিউ + অংশের চারজনকে পুলিশি হেনস্তা, তাদেরকে কাপড়বুলে দেধানোর জন্য বলা, অবমাননাকর জিজ্ঞাসাবাদ, ইত্যাদির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের সাথে জড়িয়ে পড়েছে কয়েকটি সর্বাবস্থাও। সেই নিয়ে মামলাও হয়েছে। বিরোধী দল পুলিশকে বাইরে রেখে সচিব পর্যায়ের অফিসার দিয়ে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বাঁটুল, হাঁদা, ভোঁদাদের রেখে চিরবিদায় নিলেন নারায়ণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। বাঙালির মানসপটে যে কয়েকজনের মুখ চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে, তিনি তাঁদের একজন। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর কৈশোর নিয়ে এখনও যারা স্মৃতি রোমন্থন করেন, তিনি তাঁদেরও একজন। মঙ্গলবার পৃথিবীর নানা প্রান্তে এমন হাজার-নাথো বাঙালিকে কাঁদিয়ে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন চিত্রকাহিনি তথ্য কমিশ্ন-এর প্রাণপুরুষ নারায়ণ দেবনাথ। কল্পনার রং ছড়িয়ে দিয়ে, তিনি এমন এক পৃথিবী উপহার দিয়েছিলেন, যার অস্তিত্ব আঁকায় আর রেখায়। ১৯৬৫ সাল থেকে বাঙালির ঘরে ঘরে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডেল গেল্পি পরা ‘বাঁটুল’ কিভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা এখন ইতিহাস। বাঁটুল, নস্টে, ফস্টে, হাঁদা, ভোঁদাদের মত চরিত্রদের রেখে, শ্রদ্ধা নারায়ণবাবু চিরবিদায় নিলেন। তাঁর প্রয়াণে স্মৃতির চিলেকোঠায় একেকটি প্রশ্নই এদিন কত না সুখস্মৃতিকে হাতড়ে বেরিয়েছেন।



শেষকৃত্যের জন্য মহাশয়শ্রীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নারায়ণ দেবনাথকে।

গত ২৪ ডিসেম্বর তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার মিন্টো পার্কের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ফুসফুস থেকে শুরু করে কিডনির সমস্যা বাড়ছিল। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমছিল। অবস্থার বিপজ্জনক অবনতি হওয়ায় ১৬ জানুয়ারি তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। সেখান থেকে আর ফেরা হল না। মঙ্গলবার সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। বিকেলে হাওড়ার শিবপুর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই শিবপুরেই তাঁর জন্ম, বড় হওয়া। এখানেই আজীবন কাটিয়েছেন তিনি হাসপাতাল সূত্রে খবর, সকাল থেকেই হাসান্ডে গুরুতর সমস্যা হচ্ছিল প্রবীণ শিল্পীর। অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। রক্তচাপও দ্রুত ওঠানামা করছিল। সব ধরনের চেষ্টা চালান চিকিৎসকেরা। কিন্তু চিকিৎসায় আর সাড়া দেননি নারায়ণ দেবনাথ। এই সময় তাঁর শিবপুরের বাড়ির লোক ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## কেলেক্সারি ঢাকতে মাস্তানি ‘সিটি হসপিটাল’ কর্তৃপক্ষের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ঘটনাটি মাস্তানির এক শেষ। বাম সরকার ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর, বাম সরকার শপথ গ্রহণের পর স্বচ্ছ প্রশাসনের ‘কসম’ খেয়েছিলেন। সবই যে মাইক্রোফোনের ভাষণবাজি তা মঙ্গলবার দুপুরে আবারও প্রমাণিত হয়ে গেলো। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর, কার মদতে এই কেলেক্সারি ?

- গত প্রায় ৬ মাস ধরে ‘সিটি হসপিটাল’ নামে যে প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা চালাচ্ছিল, সেটি মঙ্গলবার সকাল থেকে হঠাৎ করে ‘সিটি নার্সিং হোম’ কিভাবে হয়ে গেল ?
- স্বাস্থ্য দফতর বিতর্কিত এই নার্সিং হোমটিকে ঘিরে যে তদন্ত কমিটি গড়েছিল, সেটি তদন্তে গেছে ৭ গিয়ে থাকলে রিপোর্ট কার কাছে জমা পড়েছে ?
- আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ গত ১০ তারিখ ৪ জনের একটি কমিটি গঠন করে বিতর্কিত নার্সিং হোমটিকে ‘ইন্সপেকশন’ এর মেমো জারি করে। রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা ১০ দিনের মধ্যে। ১৮ তারিখ পর্যন্ত কেউ যায়নি। কেন ?
- রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সচিবের কাছেও বিতর্কিত নার্সিং হোমটি নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে। এখন পর্যন্ত তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি। কেন ?

আগরতলা পুর নিগম এবং অগ্নি নির্বাপক দফতরকে ঘুরে রেখে শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি নার্সিংহোম রেআইনিভাবে ব্যবসা চালাচ্ছিল। নিগম কর্তৃপক্ষকে ঘুরে রেখে, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়কে নানা ডকুমেন্ট জমা দিয়ে ‘সিটি হসপিটাল’

নামে একটি নার্সিংহোম শাসকদলের প্রধান কার্যালয়ের কয়েক হাত দূরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পত্রিকায় গত ৩ জানুয়ারি ‘স্বাস্থ্য দফতরে মেগা কেলেক্সারি প্রকাশে’ শীর্ষক একটি খবরও সেই নিয়ে প্রকাশিত হয়। সেই খবরে সিটি হসপিটাল নামে প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে আইন ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল তা



মঙ্গলবার দুপুরে রিকশা ব্যবহার করে বিতর্কিত ‘সিটি হসপিটাল’ সাইনবোর্ডটি খুলে সরিয়ে ফেলা হয়। লাগানো হয় নতুন করে ‘সিটি নার্সিং হোম’-এর সাইনবোর্ড।

ফাঁস করা হয়। খবরটির পরে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে চারজনকে একটি কমিটি ঠিক করা হয়। ওই কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে এবং রিপোর্ট জমা দেবে, এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন ত্রিপুরা রক্ত সঞ্চালন পর্ষদের সদস্য সচিব ডা. বিশ্বজিৎ দেববর্ম। কমিটিতে অন্য আরও তিনজন ডাক্তারও রয়েছেন। এই কমিটি কি রিপোর্ট জমা করেছে তা না জানা গেলেও, মঙ্গলবার দুপুরে ‘সিটি হসপিটাল’ এর অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি ডা. বাসুদেব সোম নিজেই অধিাপতা খাটিয়ে নতুন একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন ‘সিটি হসপিটাল’ সাইনবোর্ডটি খুলে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে কৃষ্ণনগরস্থিত নার্সিং হোমটিতে পুরোনো সাইনবোর্ডটির জায়গায় ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যনা শাসন থেকে ভারত ইউনিয়নে ত্রিপুরার যোগদান এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি এই রাজ্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ রূপায়ণের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলেই কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটছে, যা দীর্ঘ সময় উপেক্ষিত ছিল। পূর্ণরাজ্য দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক, রাজ্যের নিজস্ব প্রাকৃতিক ও মেধা সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল উন্নততর রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা। জনকল্যাণে সকলকে সাথে নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে দিশায় কাজ করে চলেছে যথাযথভাবে তাকে কার্যকর করার দায়িত্ব প্রতিটি রাজ্যবাসীর। আমি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি সকল রাজ্যবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতা কামনা করছি।

## আক্রান্তকে থাকতে দিলেন না মালিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বেলানিয়া, ১৮ জানুয়ারি।। কোভিড আক্রান্ত ভাড়াটিয়া, বাড়ির মালিক থাকতে দিলেন না বাড়িতে, অসুস্থ শরীরেই পরিবার নিয়ে তাকে যেতে হল আরেক বাড়িতে। হাসপাতালে থাকবেন তারও উপায় নেই, এই শীতের দিনেও কোভিড রোগীদের জন্যও গরম জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে। কোভিড নিয়ে বাড়ি পাল্টাতে হয়েছে, তাতে তার থেকে অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভবনা আছে। স্বাস্থ্য দফতর, সাধারণ প্রশাসন কিংবা পুলিশ জানে এই ঘটনা, তারপরেও বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। কোভিডের প্রতি ঝাঙ্কার সাথেই এমন কিছু কিছু ঘটনা সামনে এসেছে, তবে কারও বিরুদ্ধেই কড়া কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই রকম চলছে। দ্বিতীয় ধাক্কার সময়ে আগরতলার রাদানগরে এক ভাড়াটিয়াকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কোভিড হেল্পলাইনে তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন। এক ডাক্তারকেও ইন্দ্রনগর এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি, পরে প্রশাসন বুকিয়ে ব্যবস্থা করেছিল। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সাকুলার সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না : সুশান্ত



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। আগরতলা কর্পোরেশনে প্রায় ২৪ শতাংশ পঞ্জিভুক্তি রোট। এই যে ২৪ শতাংশটোও শুটিং আপ, মানে উপরের দিকে যাচ্ছে। স্বভাবতই এটা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে প্রিন্সনারি মেজার নিতে হবে। একটি সাকুলার বেরিয়েছিল। সেই সাকুলারটা সঠিকভাবে মানাও হচ্ছে না। তাই জনবহুল এলাকাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে

২০ জানুয়ারি থেকে নৈশকালীন কার্ফু রাত ৯টার পরিবর্তে রাত ৮টা থেকে কার্যকর হবে। মাল্টিপ্লেক্স, শপিংমল, সিনেমা হল, পার্ক, পিকনিক স্পট, প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হবে। পুর নিগম এলাকায় সরকারি অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি ৫০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাকুলার আসবে।— মঙ্গলবার মহাকরণে বসে এই কথাগুলো বলেন, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলনে বসে মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেন, গত ৯ তারিখ রাজ্য সরকারের তরফে যে সাকুলারটি জারি করা হয়েছিল, তা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। সেটি মানা হচ্ছে না বলেই, করোনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি প্রকারণের বলেন। এদিকে, এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে জানানো হয়, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে

নৈশকালীন কার্ফু রাত ৯টার পরিবর্তে রাত ৮টা থেকে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে আগামীকাল রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা সম্বলিত একটি সাকুলার ইস্যু করা হবে। আজ সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যসরকারের গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এই কোভিড পরিস্থিতি প্রতিরোধে রাজ্য সরকার গত ১০ জানুয়ারি রাজ্যে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সচিব পদে ফের বহাল তিমির চন্দ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি : এবার উচ্চ আদালতে রামখালা খেলো টিসিএ। সভাপতি এবং যুগ্মসচিব ছিলে, বলে, কৌশলে টিসিএ থেকে তিমির চন্দ-কে সরিয়ে দেওয়ার আগ্রহ চেষ্টা করে আসছিলেন। এবার সব চেষ্টায় জল ঢেলে দিলো উচ্চ আদালত। বলা যায়, রীতিমতো রামখালা খেলো ডাক্তারবাবুরা। এটা একটা ভয়ঙ্কর খেলা। শুধুমাত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তিমির চন্দ-কে অন্যান্যভাবে সরিয়ে দেওয়া তাদের সেই চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ। নিম্ন



আদালতের রায়ের উপর এদিন স্থগিতাদেশ জারি করলো উচ্চ আদালত। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত টিসিএ সচিব পদে কাজ করবেন তিমির চন্দ-ই। ২০২১ সালের ১৩ মার্চ এক সভা ডেকে তিমির চন্দ-কে সচিবের পদ থেকে বহিষ্কার করেন টিসিএ-র সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ ছাড়াই যে সিদ্ধান্ত নেয় টিসিএ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে ক্রিকেট মহলা। শুধু তাই নয়, ওই সভাতেই যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাস-কে সচিব হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জেলা আদালতের দ্বারস্থ হন তিমির। এরপর গত ৪ অক্টোবর অতিরিক্ত জেলা আদালতের নির্দেশ্য ফের সচিব পদে বহাল হন তিমির চন্দ। যদিও তাকে কাজ করতে দেওয়া ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ঘুষ দিয়ে ঘর, আরও ঘুষের জন্য বাড়িতেই আক্রান্ত মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। সরকারি টাকার নাকি ঘর-নেই সব মানুষের ঘর হয়ে যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর জয়ধ্বনি দিয়ে শাসক দল সেসব ঢালাও প্রচারও করে, আর মানুষের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করা এক মহিলা অভিযোগ করলেন যে বাড়িতে সরকারি ঘর পাবার জন্য তাকে ১৩ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে, এবং আরও টাকা দেননি বলে বিজেপির এক সিকি নেতাই তাকে বাড়িতে এসে মারধর করে গেছেন মঙ্গলবারে। তিনি থানায়ও গিয়েছিলেন, তবে এজন্যকার সচিব রীতি অনুসারে থানা শাসকদলের সেই নেতাকে ধরানি। আগরতলা পুর নিগম’র চালিদামুড়ার বাসিন্দা চিনু বিশ্বাস। দুই নম্বর ওয়ার্ডের অফিসের পেছনেই তার বাড়ি। বাড়িতে একটা ঘর দরকার। এলাকার রতন দে নামে এক বিজেপি নেতা ১৩ হাজার টাকা নেন তার কাছ থেকে, তাকে ঘর পাইয়ে দিতে। তারপর ঘরের টাকার প্রথম কিস্তি চিনু

বিশ্বাসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকায়, সেই ৫০ হাজার থেকে তার কাছে আরও ২৫ হাজার টাকা চেয়ে বসেন রতন। চিনু সেই টাকা দিতে চাননি, ফলে রতন দে মঙ্গলবারে বাড়িতে এসে তাকে মারধর করে ঘরের কাছে থাকা শ্রমিকদের কাজ



ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেন। চিনু বিশ্বাস এই অভিযোগ করেছেন ক্যামেরার সামনে। তার আরও অভিযোগ, রতন তাকে বলেছেন যে ঘর উঠলে উঠবে নয়ত নয়, তাকে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে দিতে

হবে। এই টাকা যে টাকার চুক্তি হয়েছিল ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তার বাইরে চাইছেন রতন। চিনু বলেছেন, “ আমাকে যা নয় তা গালিগালাজ করেছে রতন। বাবুর ওপরে ফেলে মেরেছে। আমি সুদে টাকা এনে ঘরের কাজ করছি। প্লাস্টার দেওয়ার জন্য শ্রমিক লাগিয়েছি। তাদের চলে যেতে হুমকি দিয়ে আমাকে মেরেছে রতন। চুক্তির ১৩ হাজার আগেই আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আরও ২৫ হাজার চাইছে রতন দে।” পশ্চিমবঙ্গে তখন দ্বিতীয় তৃণমূল সরকার। রমরমা অবস্থা তৃণমূল এবং তাদের নেতা-কর্মীদের। ক্ষমতায় দল, নেতা-কর্মীরা দেদার কাটামনি খাওয়া শুরু করলেন। সরকারি কাজ করাওয়া গেল কাটামনি, আবাস যোজনার ঘর পেতে কাটামনি, ঝাড়-বন্যায় ক্ষতিপূরণ পেতে কাটামনি। শেষে এমনই অবস্থা দাঁড়াল, এটা খোলাখুলি চলতে লাগল। শেষ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বহু আসনে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ধুলোয় মিশলো ফুটবল কৃষ্টি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ছবি-ই কথা বলে। হিটলার যখন গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন সেই ছবি কিন্তু সাহসী সাংবাদিকেরা তুলে এনেছিলেন। এই ছবির উপর ভিত্তি করেই বিশ্বযুদ্ধের পরে ন্যূরেমবার্গের আদালতে অপরাধীদের বিচার হয়েছিলো। যদিও স্বয়ং হিটলার তার আগেই আত্মহত্যা করে বিচারের আওতা থেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি নিয়েছিলেন। বর্তমান ত্রিপুরার ফুটবলে যা ঘটছে তা কিন্তু গ্যাস চেম্বারে ইহুদি নিধারের মতোই ঘটনা। সাদে ছবি সব বুকিয়ে দিচ্ছে। রাজ্য ফুটবল আসলে তার নিজস্ব সভ্যতা কৃষ্টি সব হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য যারা দায়ী তাদের কি কোনও ন্যূরেমবার্গের আদালতে তোলা হবে না, এটা নিশ্চিত। তবে রাজ্য ফুটবলকে

অবশ্যই ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। মঙ্গলবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয় মহাশ্বা গান্ধি প্লে



সেন্টার বনাম চলমান সংঘ। ফুটবলে শারীরিক সংঘর্ষ একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কোনও ফুটবলার

আহত হলে তাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব ফিজিও’র। মনে রাখতে হবে এদিনের ম্যাচটা ছিলো মহিলা ফুটবল লিগ-এর। ম্যাচে জটিকা

যাচ্ছেন ওই মহিলা ফুটবলারকে সুস্থ করে তোলার জন্যে। ছিঃ ছিঃ করে উঠলো মাঠের দর্শকরা। এই একবিংশ শতকে মানুষ মুহূর্তের মধ্যে চাঁদে পৌঁছে যাচ্ছে, মহাকাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে তখন এই আগরতলার ফুটবল লিগে আহত মহিলা ফুটবলারের সেবা করছে একজন পুরুষ ফিজিও। এর চাইতে লজ্জাজনক ঘটনা আর কি হতে পারে! অতীতে টিএফএর অনেক কমিটি অনেক দুর্নীতি ঘটিয়েছে। কিন্তু বর্তমান কমিটি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সবকিছুকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই শুরু করেছে। এ কোন সভ্যতা? আমরা কি ফের আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছি। এক নং সহ-সভাপতি ( তিনি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে এক নং সহ-সভাপতি বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন বা নিজেকে জাহির করেছিলেন) বুক বাজিয়ে বলে



## সোজা স্পোর্টস ব্যর্থ প্রশাসন

বোঝা গেলো পুলিশ প্রশাসন ব্যর্থ, বোঝা গেলো রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ, বোঝা গেলো এত বড় সংগঠন ও জনসমর্থন থাকতেও ব্যর্থ রাজ্যের শাসক দল। এরাজ্য নেশায় যে ভাসছে তা এখন ওপেন সিক্রেট। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের চার বছর হতে চললো। রাজ্যের পুলিশ তথা স্বাস্থ্য তথা মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত রাজ্য গঠনের ডাক ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চার বছর হতে চলা রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার নেশা বিরোধী অভিযানে বা রাজ্যকে নেশামুক্ত করার কাজে সুপার-ডুপার ফ্লপ। যদিও পুলিশ দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। স্বাস্থ্য দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু তারপরও নেশায় ত্রিপুরা ক্রমশঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের প্রথম স্থান দখলের দিকে ছুটছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্য প্রশাসন কতটা কঠোর এই নেশা দমনে বা নেশা বিরোধী কাজে? রাজ্যে এখন রেকর্ড পরিমাণ গাঁজা চাষ হচ্ছে। এরাভ্যে এখন ড্রাগস, মাদক আমদানিতে অন্য রাজ্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজ কেন নেশায় আসক্ত হচ্ছে? আগে এর উত্তর খোঁজা উচিত। আর নেশার কারণে যেমন পরিবারে অশান্তি বাড়ছে তেমনি বাড়ছে অসামাজিক কাজ এবং অপরাধ। অনেক চুরি, ছিনতাই-র কারণ নেশা। রাজ্য প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশ দফতর ও স্বাস্থ্য দফতর চরম ব্যর্থ। রাজ্যে অনেক গুয়ুধের দোকান আছে যেখানে মাদক বিক্রি হয়। স্বাস্থ্য দফতরের এই সমস্ত খবর জানার কথা। পুলিশ জানে কোথায় মাদক দ্রব্য বিক্রি হয়। কিন্তু পুলিশ চোখ বুজে আছে। কোন পথে মাদক এরাভ্যে প্রবেশ করছে তা জানা। তবে ঘটনা হচ্ছে, মাদক বিরোধী অভিযানে নেমে শুধু ড্রাগস বা গাঁজা নিয়ে ভাবলে হবে না। রাজ্যে যেভাবে মদের দোকান খুলে দেওয়া হয়েছে তারপর নেশা বিরোধী অভিযান কতটা সাফল্য পাবে তা নিয়েও প্রশ্ন। সব মিলিয়ে বলা চলে, নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে ব্যর্থ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার।

# বিস্ফোরক শিক্ষামন্ত্রী

● **চারের পাতার পর**        কোভিড পরিস্থিতিতে স্থগিত রাখা হয়। এই পরিস্থিতিতে অফ লাইনে পরীক্ষায় বসলে ‘বিপদ’ হতে পারে, সমস্যা দেখা দিতে পারে। পড়ুয়াদের দাবিগুলো শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা ভ্রমণেও পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে শিক্ষামন্ত্রী এদিনই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে। মন্ত্রী তবে যারা পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলছে, এর পেছনে রাজনীতি আছে বলেও দাবি করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের পেছনে রাজনীতি থাকতে পারে এটা মন্ত্রী নিশ্চিত হলেন। গত ৭২ ঘণ্টা ধরে যে দাবিগুলোকে সামনে রেখে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে সেই আন্দোলনের পেছনে সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের যোগসূত্র ছিলো না বলে আন্দোলনকারীদের দাবি। আবার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং আন্দোলনকে কোনও কোনও মহল বরাবরই সমর্থন করে। একদিকে যেমন শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, আবার শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে একটি অংশ বলেছে, গত ৪ জানুয়ারির আগে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য তাহলে কি হতো? বিরোধী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে করোনা পরিস্থিতিতে উদ্বেগের কথা শোনা যায়। শাসক বিরোধী সব শিবির থেকেই সার্বিক সহযোগিতা চাওয়া হয় জনতার কাছে। সন্ধ্যায় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রীর ভাষায় গত কয়েকদিনের তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগের। তবে এই সরকার সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণে সदा গগ্রত। শিক্ষামন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হবে কোভিড টিকাকরণের জন্য। অর্থাৎ স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে এই টিকাকরণের উদ্যোগের কথাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

## সচেতনতার নামে ‘ক্ল্যারিফিকেশন’

● **প্রথম পাতার পর**        শুধু বিরোধী দল নয়, এই নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্য-দেশের অনেকই। এখন পর্যন্ত পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। মামলাও হওয়া মানে অভিযোগ লিপিবদ্ধ হওয়া। সেইদিকে তদন্ত করা তখন আইনি বাধ্যবাধকতা। আইনি প্রক্রিয়ার দেখা নেই, অন্তত কাউকে ক্রোজ করা হয়নি, কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এইসব না করে সচেতনতা প্রোগ্রাম করেই সেইসব ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, এই প্রশ্ন উঠেছে। সব থানাও ওসি সেই প্রোগ্রামে উৎসাহিত থাকলে, যাদের নামে , যে থানার পুলিশের নামে অভিযোগ, তারাও ছিলেন সেখানে। পুলিশ তাদের প্রতি যে নরম মনোভাব নিয়েছে, তা একসকল স্পষ্টই। তাছাড়াও প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রপতির পদক পাওয়া এই বিদেশ পুলিশ বাহিনী কতটা অপরাধ? যে ২০২২ সালে এসে এই নিয়ে সচেতনতার প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে, তাও চূড়ান্তভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন’র অভিযোগ উঠার পর, এবং সেই অভিযোগে এখন পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কোনও অপরাধ হবার পর, কোনও অভিযোগ উঠার পর সেই নিয়ে সচেতনা প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, তা করা যেতেই পারে, তবে অভ্যুত্থের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে তা করার কোনও আইনি সুযোগ থাকতে পারে না। ২০১৪ সালেই ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি বনাম ভারত সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই মানুষদের অধিকার নিয়ে ল্যাম্বার্ক রায় দিয়েছিল। একসময় সমালিঙ্গের যৌন সম্পর্কেও আইনি বাধা উঠে যায়। সেই ২০১৪ সালের বিষয় নিয়ে এখন পুলিশের মনে হয়েছে সচেতনতা প্রোগ্রাম করা উচিত। শুণু ভাই নয়, এসডিপিও এবং ওসির এলজিবিটিকিউ+’র পক্ষে যারা ছিলেন তাদের কাছে ‘ক্ল্যারিফিকেশন’ চেয়েছেন, বাংলা কলেজ পাড়ায় স্পষ্টিকরণ চাওয়া হয়েছে। পুলিশের কতটা উজ্জ্বল যে ‘ক্ল্যারিফিকেশন’ চান তারা। এলজিবিটিকিউ+ কথাটি অপরচিত কিছু নয়, তাদের এলজিবিটিকেই বহর খানেক আগে সেমিনারও হয়েছে এই নিয়ে। আইনি দিক থেকে শুরু করেন নানা আলোচনা হয়েছে। তবে এলজিবিটিকিউ+ মানুষেরা এখনও এখানে সংগঠিত নন। যে থানার পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি করেন, কাপড়খুলে দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেই থানার ওসিকে যেখানে তদন্তের মুখে পড়ার কথা যেকোনও সভা ব্যবস্থায়, সেই থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার পদোন্নতি পেয়েছেন টিপিএস ক্যাডারে। তিনিই সেই ওসি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন শাসক দলের রাজসুত্রের নেতাদের নির্দেশে পত্রিকা অফিস ভাঙা হয়েছে। শাসক দলের যুব নেতা দলের পতাকার বীশ উলটে বয়স্ক মানুষদের পেঁতাচ্ছেন। ওসি দাঁড়িয়ে দেখেছেন, বরষ গুন্ডাদেরই পাহারা দিয়েছেন, সেই ওসি পদোন্নতি পেয়েছেন। পুরস্কার পেয়েছেন, ছিলেন সদরে এক থানায়, এখন পশ্চিম জেলা পুলিশের সদরে যাচ্ছেন। ২৪ থানার ওসিকে নিজের জেলার সদরে যেতে বলা হয়েছে, তারা সবাই টিপিএসদের প্রমোট হয়েছেন। তাদেরকে থানার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে জেলা সদরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

# আক্রান্তকে থাকতে দিলেন না মালিক

● **প্রথম পাতার পর**        একই এলাকায় ক্লাবের দাদারা রাজ্যের বাইরে থেকে আসায় নিজের বাড়িতেই এক পরিবারকে থাকতে দিতে চাননি, পরে বিধায়ক ব্যবস্থা করে দেন। বিলোনিয়ার রামঠাকুর পাড়ায় ঘটেছে অসুস্থ ভাড়াদিয়ারকে থাকতে না দেওয়ার ঘটনা। ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কে কাজ করেন রাগাদিত্য ( নাম পরিবর্তিত)। বিলোনিয়া রেল স্টেশনে কোভিড পজিটিভ হিসাবে তিনি শনাক্ত হন ১৪ জানুয়ারি। তাকে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তখন তিনি বিলোনিয়ার রামঠাকুর পাড়ার বাবুল বিম্বাসের বাড়ির ভাড়াটিয়া, তার সাথে থাকেন তার স্ত্রী। বাড়ির মালিক তাকে থাকতে দেননি, বাধ্য হয়ে তাকে কোভিড সেন্টারে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে তিনি অন্য অসুবিধার পড়েন, ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করতে পারছিলেন না, গরম জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। পরের দিন নিজে ছুটি নিয়ে তিনি বাড়িতে চলে যান। বিবাসে বাড়ির মালিক এসে তাকে তখনই বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেন। কোভিড হেজলাইনে ফোন করলে,স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশ সেখানে যান, তবে রাগাদিত্যের বাড়িতে থাকতে দেননি মালিক, তাকে আবার হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাগাদিত্যের অভিযোগ, তারপর মালিক ও তার ছেলে রাগাদিত্যের স্ত্রীকে আক্রমণের চেষ্টা করেন। পরদিন অসুস্থ শরীরেই বাধ্য হয়ে বাড়ি পাল্টান তারা। তার থেকে অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েে। রাগাদিত্যের আরও অভিযোগে যে তারা একেবারেই আলাদা বাড়িতেই থাকতেন, তাও মালিক তাদের থাকতে দেননি। তিনি এই রকম ঘটনার বিরুদ্ধে আইনের পথে কী করা যায়, তা আলোচনা করে দেখেছেন।

# চিরবিদায় নিলেন নারায়ণ

● **প্রথম পাতার পর**        জনকে খবর দেওয়া হয়। বয়সজনিত নানা সমসস্য তিনি কয়েক বছর ধরেই ভুগছিলেন। এর আগেও একাধিক বার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল শিল্পীকে। চিকিৎসার ভার নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তৈরি হয়েছিল চিকিৎসকদের একটি আলাদা দল। দেবনাথ পরিবারের আদি নিবাস অধুনা বালোচনায়। নারায়ণ দেবনাথের জন্মের কিছু দিন আগে তাঁর পরিবার শিবপুরে চলে আসে। সেখানে ১৯২৫ সালে তাঁর জন্ম। অল্প বয়স থেকেই শিল্পের প্রতি ঝোঁক ছিল। বাড়িতে অলঙ্কার তৈরির চর্চা ছিল। ছোট থেকেই গয়নার নকশা তৈরি করতেছেন নারায়ণ দেবনাথ। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে তিনি আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে বন্ধ হয়ে যায় আর্ট কলেজে পড়া। তার পর কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয় সংস্থার হয়ে কাজ করেন। নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যশিল্পী ও কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। বাঁটুল গির্জা, হীরা ভৌদা, নটেফল্ড, বাহারুর বেড়াল প্রভৃতি চরিত্রের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথ সব বয়সের পাঠকের মনে চিরস্মৃায় আসন লাভ করেছেন। আমি নারায়ণ দেবনাথের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আত্মরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।’ নারায়ণ দেবনাথের আর সৃষ্টি ‘বাটুল দি গ্রেট’, ‘হীদা ভৌদা’,

## চিঠি কেন্দ্রের

● **ছয়ের পাতার পর**        সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত (ক্লাস্টার) চিহ্নিত হলে নজরদারি বাড়াতে হবে সেখানেও। প্রয়োজনে ‘গণ্ডিবন্ধ এলাকা’ তৈরির পাথে ইটতে হবে। সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা কমার পরিসংখ্যান মেলায় উদ্বেগের প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। কোভিড-১৯ রোগীদের প্রাণহানির ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথাও বলা হয়েছে চিঠিতে। বিশেষত, পরিস্থিতির মোকাবিলায় পর্যাপ্ত বেড, অক্সিজেন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা মজুত রাখার কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব।

## ছাত্রী আত্মহাতী

● **আটের পাতার পর**        জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালেও নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরই হাসপাতাল জুড়ে কান্নার রোল পড়ে যায়। এদিন রাতে তুষার মৃতদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে আছে। উদয়পুর ব্রহ্মবাড়ি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথের মেয়ে তুষার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে আরকপুুর থানার পুলিশ ছুটে আসে। তুষার বাবা পেশায় টিএসআর জওয়ান। তার এই পদক্ষেপের পেছনে কারণ হিসেবে জানা গেছে, বাবার সাথে অভিমান। অন্যদের মত কৃষ্ণ দেবনাথও তার মেয়েকে পড়াশোনার জন্য বলেছিলেন। তবে বাবার কথায় তুষা নাকি এতটাই অভিমান হয়ে যায় যে, পরিজনদের চোখ এড়িয়ে মৃত্যুকে বেছে নেন। সে ময়ে পরিজনরা ঘটনাটি টের পেয়েছিলেন তাতে অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। তাকে তড়িঘড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলেও চেষ্টা সফল হয়নি। তুষা চিরতরে তার বাবা-মাকে ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। ঘটনাটি এদিন রাতে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হতেই তুষার সহপাঠীরা ঘটনাটি নিয়ে খুবই শোকাহত। একই অবস্থা শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। কেউই ভাবতে পারছেন না তুষা আর তাদের মাঝে ফিরে আসবে না। ব্রহ্মবাড়ি এলাকার পরিবেশ কেমন হয়ে আছে তা বালার অপেক্ষা রাখে না। সকলেই শুধু একটাই কথা বলছেন, কেন তুষা এমন করল?

## যান সন্ত্রাসে

● **আটের পাতার পর**        মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় রাস্তার দু’পাশে বেসাইনিভাবে পার্কিং-এ রাস্তার ভালো একটি অংশ দখল করে রাখে। যে কারণে প্রত্যেকদিনই ছোট-বড় যান দুর্ঘটনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এ বছর পুলিশ সপ্তাহেও যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু রোধে কোনও নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। এমনকী যান দুর্ঘটনা মৃত্যু এবং জখম নিয়ে পুলিশ প্রশাসন কোনও তথ্য যেরনি। প্রত্যেকদিনই বেড়ে চলা যান দুর্ঘটনা নিয়ে রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ পুলিশ অথবা সাধারণ প্রশাসন কেউই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে রাজী নয়। বছরের প্রথম দিন থেকেই যান সন্ত্রাসে মৃত্যু বেড়ে চলেছে। অথচ কারোর কোনও সময় নেই এই বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করার। এমনই অভিযোগ উঠছে।

### প্রচারে লখনউ

● **ছয়ের পাতার পর**        বিজেপি-র বিরুদ্ধে জাতীয় মুখ।” আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি মমতা উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের প্রচারে যাবেন বলেও জানিয়েছেন কিষণয়া। তিনি বলেন, “অভিলেখ বিজেপি-কে হারানোর জন্য আমাদের প্রচারণা সাহায্য চেয়েছিলেন।

### আক্রান্ত মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**        হেরে গেল, বিজেপি বুড়ি ভরে আসন পেল। তৃণমূল প্রধান মমতা বানার্জি ডাক দিলেন , কাট্‌মানি ফেরত দিতে হবে, কে তার থেকে কত খেয়েছেন, সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ঝোপেঝোড়ে মার খেতে লাগলেন। টাকা কোথায় আর ফেরত? কিছুদিন পরেই অবশ্য বিপ্লব থেমে গেল, যে যার মত হলেন। ভোট আসছে, বছর খানেক আর, অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে শাসক দলকে না কাট্‌মানি ফেরতের ডাক দিয়েই হায়েছে। টিএসআর -এ যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতেই চলছে। সেরকম ফোনালাপ সামাজিক মাধ্যমে ছড়ি়ালা হয়েছে। টিএসআর -এ নিয়োগ নিয়ে ঘুষ লেন-দেন-র অভিযোগ একেবারে রাস্তাতেই গড়িয়ে এসেছে।

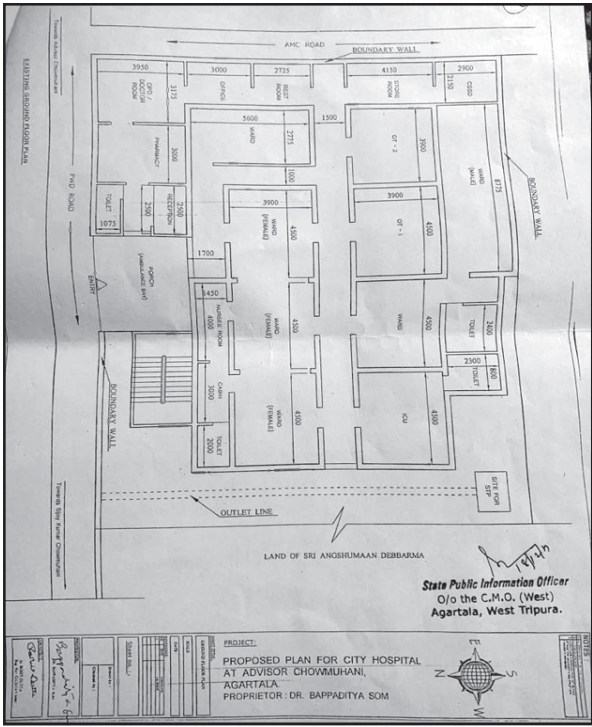
# মানা হচ্ছে না ঃ সুশাস্ত

● **প্রথম পাতার পর**        বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করৈছিল। তিনি বলেন, আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে নৈশকালীন কার্ফু রাত ৯টার পরিবর্তে রাত ৮টা থেকে শুরু হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভায় আজ এ বিষয়ে আরও বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। আগামীকাল এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করা হবে। তিনি জানান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান কর্মসূচি যেমন হারিমান কীর্তন যেসব স্থানে চলছে সবগুলি আগামী ২৩ জানুয়ারি ২০২২ এরমধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে মাস্টিপ্লেস, শপিংমল, সিনেমা হল, পার্ক, পিকনিক স্পট ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হবে। এছাড়া প্রশসনী মেলাও সব বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, আগরতলা পুর নিগম এলাকার সরকারি অফিসগুলিতে কর্মীর উপস্থিতি ৫০ শতাংশ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যুগ্ম সচিব বা তার উপধ্ব পদমর্যাদা সম্পন্নদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক থাকবে বলে জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় গতকাল পর্যন্ত কোভিড সংক্রমণের হার ২৩.১৫ শতাংশ। মোট সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৬,৪৯১। এরমধ্যে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৬,৫৯৯ জন। বাকিগুলি কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে রয়েছে।১০ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জেলাভিত্তিক তুলনামূলক কোভিড সংক্রমণের পরিসংখ্যানের হার জানাতে গিয়ে বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৪-২১ শতাংশ, সিপাহিজলা জেলায় ৯.৫৫ শতাংশ, খোয়াই জেলায় ১৩.০৪ শতাংশ, গোমতী জেলায় ১০.৭৭ শতাংশ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৮.৩৬ শতাংশ, ধলাই জেলায় ৮.০১ শতাংশ, উনকোট জেলায় ১৩.৮১ শতাংশ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কোভিড সংক্রমণের হার ৪.১৪ শতাংশে সবমিলিয়ে বর্তমানে রাজ্যে কোভিড সংক্রমণের হার ১০.৭২ শতাংশ যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ২.৩৮ শতাংশ। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত টৌধুরী জানান, রাজ্যের ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কোভিড টিকাকরণের লক্ষ্যে আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত নিম্নদিনব্যাপী রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা মিলিয়ে মোট ৭৩৪টি বিদ্যালয়ে বিশেষ কোভিড টিকাকরণ অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে জেলার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে এবং নাগরিকদের টিকাকরণে উৎসাহ প্রদান করবেন। তিনি জানান, বর্তমানে সারা রাজ্যে ১৮ উর্ধ্ব নাগরিকদের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে মোট কোভিড টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৫৫টি। শতাংশের নিরিখে ৯১ শতাংশ। রাজ্যে বর্তমানে কোভিড ভাকসিন মজুত রয়েছে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৭০টি।

## লাইট-হাউস ঘটনার পুনরাবৃত্তি

● **প্রথম পাতার পর**        গ্রেফতার করার সাহস দেখাতে পারেনি পুলিশ। যে কারণে সীমান্ত এলাকায় এখন হচ্ছে অনুযায়ী যে কাউকেই পেঁটানো বৈধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখার পরও হিসেবে লাগাচ্ছেন কামাই-এর থানাগুলিতে কে কে ওসি হলেন। ইতিমধ্যেই ২৪ টি গুরুত্বপূর্ণ থানার ওসিকে ক্রোজ করে নেওয়া হয়েছে। যথারীতি ইনচার্জ ইনসপেকটরদের অনেকেই আশায় আছেন ভাল ভাল থানায় পোস্টিং পাবেন। কামাই অনেক বেশি করা যাবে। এই হিসেবে ব্যস্ত পুলিশ প্রভাবশালী বিদায়কে রাগিয়ে সীমান্ত এলাকার পরিবেশ টিক করার চেষ্টা করবেন না এটাই এই মুহূর্তে অভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সুযোগে মঙ্গলবার রাতে ফের লাইট হাউসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। রাতের অন্ধকারে জয়পুর সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় কিছু বখাটে যুবক মিলে একজনকে বেধড়ক পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। বিনা অপরাধে এই যুবককে পা বেঁধে নদীর তীরে পেঁটানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থা ফাঁড়ি থেকে পুলিশ ছুটে যায়। খবর দেওয়া হয় আহতের পরিবারেও। হাঁপানিয়ার দাসপাড়া থেকে আহত পরিমলের ভাই এবং স্ত্রী ছুটে যান। তখনও পা খঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত পরিমলকে ঘিরে ছিলেন স্থানীয়া। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের সহজই একেজকে অভিযুক্তর নামও পেয়ে যায়। কিন্তু ওসি হওয়ার স্বপ্নে বিভতার পুলিশ অফিসাররা এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করার সাহস দেখাননি। তবে ঘটনাস্থা ফাঁড়ির পুলিশ অফিসাররা স্থানীয়দের উপস্থে দিতে ভুলেননি। বার বার বলে যাচ্ছিলেন, যদি এই যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন তাহলে পুলিশকে খবর দিলেই হতো। নিজেরা মিলে কোনে মারধর করেছে তাকে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় যুবক আকাশ মিয়া জানান, আহত যুবককে তিনি দৌড়ে আসতে দেখেছেন। তখনও রক্তাক্ত ছিল ওই যুবক। দৌড়ে এসে তাকে টেনে নদীর জলে নিয়ে যান। এই কারণে সে-ও চড় দিয়েছে পরিসরকে। আগে কখনও এই বাড়িকে এলাকায় দেখা যায়নি। পুলিশের কাছে রক্তাক্ত যুবক পরিমল জানান, তিনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান না। জয়পুর এলাকায় ঘুরতে এসেছিলেন। অনেকে মিলে তাকে মারধর করেছে। তিনি কাউকেই চিনেন না। জানা গেছে, পরিমলকে সীমান্ত এলাকার কিছু যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে আটক করে। ধথাবর্তায় অসহিষ্ণতা দেখতে পেয়ে মারধর শুরু করে দেয়। এরপরই কিছু যুবক মিলে তাকে মারধর করে। পরিমলের ভাই এবং ভাই এসে জানান, বাড়িতে বগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার মানসিক সমস্যাও রয়েছে। পরে পুলিশের সহযোগিতায় এই যুবককে হাসপাতাল নেওয়া হয়। তবে এই ঘটনাও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

# মাস্তানি ‘সিটি হসপিটাল’ কর্তৃপক্ষের



*আগরতলা পুর নিগমের নাম করে নার্সিং হোম করার জন্য এই ভুয়ো ‘প্ল্যান’টি জমা করেছিলেন ডাক্তারবাবুরা।*

● **প্রথম পাতার পর**        এখন ‘সিটি নার্সিং হোম’ সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি কিভাবে ঘলত, তা আগামীদিনে নিশ্চয় তদন্ত বেরিয়ে আসবে। তবে এদিন যেভাবে একটি নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ আইনি জটিলতায় জড়িয়ে যাওয়ায় পুরোনো সাইনবোর্ড খুলে, নতুন নামকরণে আরেকটি সাইনবোর্ড বসিয়ে দিল, তা ইদানিৎকালের অন্যতম সেরা কলেক্‌শন্স। উল্লেখ্য, গত ১০ তারিখ আগরতলা নিগম কর্তৃপক্ষ জোড়িলাস রোডেরবর্মা, আশিস দে, বিপ্লব ঘোষ এবং টান্সফোর্স-এর ইনচার্জকে দায়িত্ব দিয়ে একটি মেমো জারি করেছিল। তারে বলা হয়েছিল, কৃষ্ণনগরের সিটি হসপিটালটি আইন মেনে নির্মিত হয়েছে কি না তা খতিয়ে নিওয়ার জন্য। ১০ তারিখ নিগমের সেন্ট্রাল জোনের সহকারী মিনিপিসিগণ কমিশনার উক্ত মেমোটি স্বাক্ষর করেন এবং ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেন। ১৮ তারিখ রাত পর্যন্ত জোড়িলাসবাবুরা ওই নার্সিং হোমটির নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখেছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে বোঝা যাচ্ছে, এখানে স্বাস্থ্য দফতর এবং নিগম কর্তৃপক্ষের একটি যৌথতা রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেছে? মহিলাদের খেলায় মহিলা ফিজিও থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সবজাতা টিএফএ’র এক নং সহ-সভাপতি এটা জানেনই না। ফুটবল নাকি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষপাী ছিলো রাজ্য প্রশাসন। তখন এগিয়ে এসেছিলেন এই এক নং সহ-সভাপতি। সূত্রান্তর তার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। ক্ষমতা থাকলে কিছু নিয়মকানুনও জানতে হয়। দুর্ভাগ্য তিনি নিয়মকানুনাধীন ক্ষমতার উত্তরাধিকার। তাই পৃথিবীর কোথাও যেটা সম্ভব হয়নি এটাই সম্ভব হলে আগরতলায়। অর্থাৎ মহিলা ফুটবলারের সেবার নোমে পড়লো পুরুষ ফিজিও। গিনেস বৃকে নাম উঠার মতো ঘটনা। সেই সঙ্গে রাজ্য ফুটবলের কৃষ্টি, সভ্যতা অতীত গরিমাকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেলো এই নক্সারজনক ঘটনা।

## ধুলোয় মিশলো

নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব যিনি, সেই স্বাস্থ্য সচিব বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও তদন্তের নির্দেশ দেননি। গোটা ঘটনাটিকে ঘিরে পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের নাম বারবার প্রকাশ্যে আসছে। উনারা দু’জন এই নার্সিং হোম খোলার জন্য বিভিন্ন কাগজে স্বাক্ষর করেন এবং অনুমতি প্রদান করেন। গত ৩ তারিখ এবং ৪ তারিখ, ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় উক্ত নার্সিং হোমটিকে ঘিরে দু’দুটো খবর প্রকাশিত হয়। তাতে প্রমাণ সহ তুলে ধরা হয়, কোথায় কি গলদ ছিল। সেই মোতাবেক স্বাস্থ্য দফতর একটি কমিটিও গঠন করে। কমিটিটি এখনও চূ প। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যামেন্ডম্যান্ট রুল ২০১৯-এর বেশ কয়েকটি ধারা অমান্য করেও শুধুমাত্র শাসক দলের প্রভাবে শহরে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে একটি নার্সিং হোম। কেলেক্সারির ঘটনা হলো, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে রাজ্যের দু’জন সরকারি খলিষ্ঠ ডাক্তার বেসাইনি এবং ভুয়ো কাগজগুণ জমা দিয়ে নার্সিং হোম খোলার অনুমতি পেয়ে গেলেন। আগরতলা পুর নিগম থেকে যে ‘বিল্ডিং ফিটনেস সার্টিফিকেট’ জমা করা হয়েছে সেটি অবৈধ। দ্বিতীয়ত, উক্ত প্রতীষ্ঠানটির অন্যতম কর্ণধার ডা. বাগ্নাদিত্য সোম ‘প্রপোজড প্ল্যান বহর সিটি হসপিটাল’ বলে যে কাগজটি স্বাস্থ্য দফতরের জমা করেছেন, সেটিও মিথ্যে। সবচেয়ে নিন্দনীয় অভিযোগ, নার্সিং হোমটির মোট দু’জন মালিক এবং দু’জন পার্টনার। মালিক দু’জন বিজেপির বর্তমান যে উত্তরায় সেন রয়েছে, তার অন্যতম প্রধান দুই নেতা। একজন বিজেপি উত্তরস্ সেন-এর কো-কনভেনার ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অন্যজন একই উত্তরস্ সেন-এর পশ্চিম জেলার কনভেনার তথা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য ডা. বাগ্নাদিত্য সোম। অন্য দু’জন সরকারি চিকিৎসক নিজেদের স্ত্রীর নামে উক্ত নার্সিং হোমটিতে বিনিয়োগ করেছেন। দু’জন পার্টনারের মধ্যে একজন ডা. সুজিত চাকমা এবং আরেকজন ডা. মাহাবুর রহমান বলে জানা গেছে। এই চারজন মিলে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে সমস্ত ধরনের ভুল প্রমাণাদি দিয়ে একটি নার্সিং হোম খুলে নিয়েছে শহরে। ত্রিপুরা ক্রিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড (এনোন্সচার-২) একটি নার্সিং হোম বা হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য যে নিম্নমালকী দাবি করে, ‘সিটি হসপিটাল’ তার অনেক কিছুই মানেনি। কিন্তু এর পরেও মঙ্গলবার কিভাবে বাগ্নাদিত্যবাবুরা সিটি হসপিটালের সহনিবোর্ড খুলে ওই একই বাড়িতে সিটি নার্সিং হোম’ খুলে ফেললেন তা এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

## বহাল তিমির

● **প্রথম পাতার পর**        হয়নি। অন্যায়ভাবে তাকে সমস্ত কিছু থেকে দূরে রাখেন ডাক্তার বাহিনী। এরপর টিসিএ নিম্ন আদালতে রায়। সেখানে জয় হয় টিসিএ-র। অর্থাৎ ফের সচিব পদ থেকে সরে যেতে হয় তিমির চন্দ-কে। শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন তিমির চন্দ। মঙ্গলবার উচ্চ আদালতের রায়ে ফের টিসিএ-র সচিব পদে বহাল হলেন রাজ্যের প্রাক্তন অধিনায়ক তিমির চন্দ। আরও একবার আদালতে ধাক্কা খেলো টিসিএ। প্রশ্ন, এবার কি ক্রিকেট প্রশাসন স্বাভাবিক হবে? ক্রিকেট মহল কিন্তু অশান্ত। ঘটনা হলো, ২০১৯-র স্পোর্টস্‌মেন নতুন কমিটি যাত্রা শুরু করার পর থেকে তিমির চন্দ-কে সরানোই ছিল কমিটির বাকি সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য। যার নেতৃত্বে পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী শংকর লোধ।

## মোমের আলোয়

● **আটের পাতার পর**        ঢাকটোল পেটোতে ব্যস্ত নেতারা হয়তোবা এই বিষয়টি ক খনেন। গুরুত্বপূর্ণ ভাবেননি। অভিযোগ, বেশিরভাগ নেতা এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে চলে যান। জিবিপি হাসপাতালে তারা চিকিৎসা করান না। যে কারণে হাসপাতালদের অসুবিধাগুলি নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। প্রত্যেকদিন বহু রোগী জিবিপিতে চিকিৎসা করাতে পারেন। এসব গরিব মানুষদেরই সবচেয়ে বেশি অসুবিধা পড়তে হয়। অথচ তাদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেওয়ার চিন্তাভাবনা কম রয়েছে প্রশাসনের আধিকারিকদের বলে অভিযোগ উঠেছে। জিবিপি হাসপাতালে বিভূৎবইনি হয়ে থাকা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই এই ধরনের ঘটনা হয়। অথচ হাসপাতাল প্রশাসনকে এনিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তেমন উদ্যোগী দেখা যায় না বলে অভিযোগ।

### ‘টার্গেট’ প্রধানমন্ত্রী

● **ছয়ের পাতার পর**        দেখার কেউ নেই। কর্তমারী খোয়া ঘাটের জিরাপার ও স্থানীয় আনন্দ মিলিগাণ (নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ করেন, ‘যাদুঘরচর ইউনিয়ন ট্রাস্টর (কৌকড়া গাড়ি) মালিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানদহ ২৫/৩০ জন ট্রাস্ট্রের মালিক নিজের অর্থ ব্যয় করে ব্রদ্রপুত্র নদের ওপর সড়ক নির্মাণ করেছেন।

### বালু মাফিয়ারা

● **ছয়ের পাতার পর**        দেখার কেউ নেই। কর্তমারী খোয়া ঘাটের জিরাপার ও স্থানীয় আনন্দ মিলিগাণ (নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ করেন, ‘যাদুঘরচর ইউনিয়ন ট্রাস্টর (কৌকড়া গাড়ি) মালিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানদহ ২৫/৩০ জন ট্রাস্ট্রের মালিক নিজের অর্থ ব্যয় করে ব্রদ্রপুত্র নদের ওপর সড়ক নির্মাণ করেছেন।

## জলের দাবিতে

● **চারের পাতার পর**        রুখে আসলেন প্রত্নাহার করন। এদিকে ব্লক সদর দামছড়ায় পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। বিদ্যুৎ চলপতার কারণে প্রায়শঃ ২/৩ দিন জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। ফলে জল সরবরাহের কোনও নির্দিষ্ট নির্যক্ট নেই। দিনের কোন সময় জল সরবরাহ হবে তাও নির্দিষ্ট কোকও সময়সীমা না থাকায় স্থানীয় মানুষকে তীর্থের কাকের মতো কলকলয় অপেক্ষা করতে হয়। দামছড়া। ভিলোজের জল সরবরাহের মেইন পাইপ লাইনে দুর্ঘটনয়া অসুত্ব্যত করে প্রায়শই পরিবো প্রদানে বিঘ্ন ঘটায়। ভুক্তভোগী মানুষ ডিউলিউএস দফতরেরমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

## নিখোঁজ ছাত্রী

● **আটের পাতার পর**        বিশালগড় মহিলা পুলিশ। মেহেরের নিখোঁজ হওয়ার খবরটিতে মেহেরের পড়তে গিয়ে ছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে। একমাত্র মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন মেহেরের পিতা-মাতা।



## ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে পর্যালোচনা সভা

প্রশ্ন বিলিজ, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি। রাজ্যের জনগণের সার্বিক কল্যাণে ভিশন ডকুমেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরের মাধ্যমে সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভিশন ডকুমেন্টের যে সমস্ত পাল্লি রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বা চলছে তা সময়ে সময়ে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে আরও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হাতের বাড়ানো হবে। দুর্দিনব্যাপী সচিবালয়ের ১৭৭ শাখাকক্ষে রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দফতর যে সমস্ত কাজে সফলতা অর্জন করেছে এবং আগামীতে কি কি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের সচিব অপরূপ রায় জানান, রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের অন্তর্গত বিয়ের ছিল রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। রাজ্য সরকারের এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কৃষি দফতর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করেছে। এরমাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা, এফসিআই ও পিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে ধান সহ অন্যান্য খাদ্যশস্য কেনা এবং বিতরণের চেষ্টা ব্যবস্থাও শক্তিশালী করা ইত্যাদি। তিনি জানান, কৃষি দফতরের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে রাজ্যের কৃষকদের বর্তমান মাসিক আয় বেড়ে ১১

হাজার ৯৬ টাকা হয়েছে। যা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের ছিল ৫৫৮০ টাকা। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের মধ্যে কৃষকদের মাসিক আয় ১২ হাজার (৯০ টাকা) করার লক্ষ্যে দফতর পরিচালনা গ্রহণ করার কাজ করেছে। কৃষি দফতরের সচিব এন্ড জ্ঞানান, রাজ্যে এখানে এন্টার প্রেনারশিপ স্থাপনে, কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করতে রাজ্যের স্থানীয় মকুমুয়া কৃষক কল কেন্দ্র স্থাপন করা রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য ডকুমেন্টে উল্লেখ রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দফতর রাজ্যে ৩৬টি কৃষক কল কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ২৪টি কৃষককল কেন্দ্র রাজ্যে চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি কৃষককল কেন্দ্র শীঘ্রই চালু করার উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কৃষি দফতরের সচিব জ্ঞানান, রাজ্য সরকারের ডকুমেন্টে পরিচালনা লক্ষ্য অনুসারে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে উদ্যান দফতর রাজ্যের বিখ্যাত সুবিশিষ্ট প্রজাতির আনারসের সবোত্তম মানের উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণের কাজ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে লক্ষ্যে নিয়ে। গত আড়াই বছরে ৬ হাজার মেট্রিকটন কুইন প্রজাতির আনারস দু'বাঁই, কাভার-সহ বহির্ভায়ে বাজারজাতকরণ করা হয়েছে। সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ

মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি  
কে সাহু জানান, রাজ্য সরকারের  
ডিশন অফিসের লক্ষ্যে অনুসারের  
রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার  
প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও মৎস্য  
দফতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ  
করছে। রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির  
লক্ষ্যে স্ত্রী বাছুরের সংখ্যা বাড়াতে  
সেক্স স্টেটেড সিমেন্ট পদ্ধতি  
প্রয়োগের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন  
ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি  
দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়ের  
সুযোগ ব্যাংকোনে লক্ষ্যে ডেয়ারি  
স্কেড কো-অপারেটিভ সোসাইটি  
গঠনের উদ্যম গুরুত্ব দিয়ে  
কাজ করছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট  
১১৯টি ডেয়ারি কো-অপারেটিভ  
সোসাইটি স্থাপন করা হয়েছে।  
এরমধ্যে ১৪টি সোসাইটি মহিলা  
দ্বারা পরিচালিত। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী  
বলেন, রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ  
করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। 'ওক  
লক্ষ্যমাত্রা' পূরণে রাজ্য সরকার গুরুত্ব  
থেকেই কৃষি, পশুপালন, মৎস্য,  
ডেয়ারি-সহ অন্যান্য প্রাথমিক  
ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে কাজ করছে।  
ডেয়ারি-সহ অন্যান্য প্রাথমিক  
ক্ষেত্রের কাজ করেছে। রাজ্যে গুরুত্ব  
চাছিল পূরণে বায়োম্যাক পদ্ধতিতে  
মাছ চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়া  
হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে অনেকেরই  
বায়োম্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে মাছ চাষে  
অগ্রণী। তাবোকে চিহ্নিত করে  
অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য  
প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

নওয়াব জন্ম মরসুম দফতরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে শিক্ষণ ও বিদ্যা দফতরের সচিব রিজেশ পাণ্ডে জানান, রাজ্য সরকারের তিন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে বিদ্যা দফতর সমস্ত সরকারি ভবন এবং জনগণের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধিত স্থানে পুনর্বিকরণযোগ্য শক্তির মাধ্যমে বিদ্যা সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ট্রেন্ডার মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের সচিব সহায় জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের উপর রাজ্য সরকারের তিন ডকুমেন্টে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে ইউনৈদ, হোমিওপ্যাথি, ইউর্বাণ, ন্যাচারোপ্যাথি ইত্যাদি বিকল্প ওষুধপত্র ব্যবহারের বৃদ্ধিই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের এই লক্ষ্যকে পূর্ণ করার জন্য স্বাস্থ্য দফতর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আয়ুষ হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের তিন ডকুমেন্ট অব্যাহারী রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি উন্নত এবং শিশুশ্রী কার্যকর কাজ করেছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন দফতরের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে রাজ্যগার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করেছে।

# হুমকির মুখে এলাকা ছাড়তে চান গফুর



গম্ভীর। তার বাড়িতে বুদ্ধা স্ত্রী, ছেলে এবং পুত্রবধূ আছেন। ওই বৃদ্ধের আক্ষেপ, তিনি কোনও ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাননি। একমাত্র একটি বিপদে কার্ড পেয়েছেন। অথচ আজ পর্যন্ত তার কার্ডে কপালে জোটেনি সরকারি ঘর কিংবা জলের সুবিধা। বার অপার ব্যক্তির কাছেই নিজের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়ার সমস্যা হয়তো দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ আব্দুল গম্ভীর জানান এলাকার মতবের তার বাড়ির সামনেই কলাশয় খনন করেছেন। সেই কলাশয়ে বহুবার বহির্ভুক্ত হয়ে আসা

তিন বিচারক-সহ আক্রান্ত ১৩৮৫

প্রতিবাদী কলম প্রতীপনার,  
আগেরতলা, ১৮ জানুয়ারি ১১  
কলম আক্রান্ত হলেন এক জেলা  
বিচারক-সহ তিন জুডিশিয়াল  
অফিসার। খোয়াই আগেরতলা এবং  
সোনামুড়া আদালতে কর্মরত তিন  
বিচারকের করোন পজিটিভ  
হয়েছেন। আদালতের আরও  
কয়েকজন কর্মী করোনা পজিটিভ  
শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্জে  
রেকর্ড হারে করোনা আক্রান্ত  
শনাক্তের দানে সংক্রমিত শনাক্ত  
খোয়াইয়ের আরও কয়েকজন  
স্বাস্থ্যকর্মী। অতিমারিতে

করার। আরটিপাসআর-এ ৭৭জন  
করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন।  
বাকি ১ হাজার ৩০৭জন  
অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ  
শনাক্ত হন। এই সময়ে মারা  
গোয়েন চারজন আক্রান্ত রোগী।  
রাজ্যে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তিদের  
মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালে  
৮৪৮জন। একই সঙ্গে বেড়েছে  
চিকিৎসাহীন অবস্থায় থাকা করোনা  
আক্রান্তের সংখ্যা। এই সংখ্যা  
বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৪৯১।

যন্ত্রণণে পুরোপুরি ব্যর্থ প্রশাসন অথচ জরিমানার টাকা বাইকবাজদের পুণি প্রশাসন ব্যাহ হয়ে পড়েছে, মাস্কের জন্য বাইক চালকদের জরিমানা করতে পুরনিগম একলায় করোনা আক্রান্তের ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখনও মাস্কবিহীন অবস্থায় অনেকের রাস্তায় দেখা যায়। শহরের নামিদমি মার্কেট কমপ্লেক্স এবং হোটেলে গুলিতে কর্মচারীরা করোনার স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বলে অভিযোগ। অনেকেরই মাস্ক থাকছে খুঁতনিতে। ক্রেতাদের মার্কেট কমপ্লেক্সগুলিতে ঢুকে অবাক পড়ছেন। অথচ সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। মাস্ক না পরলে সামগ্রী পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে না সরকারি নির্দেশিকা কাজেজ কলমেই রয়ে গেছে বলে অভিযোগ। মহত্ব মা প্রশাসন অভিযান করলেও ব্যস্ত থাকছে শুধুমাত্র জরিমানার ট্যাগেট পূরণ করতে। ট্যাগেট পূরণ হয়ে গেলে ফিরে আসছেন প্রশাসনিক অফিসাররা। দই পরিস্থিতির মধ্যে করোনার জীবণ দ্রুতহারে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যেকদিন নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সোমার পরীক্ষা সেইসব নতুনদের না বাড়ালেও করোনার সংক্রমিতরাই বেড়ে গেছে।

হয়ে। এই সময়ে করোনামুক্ত  
পরিচয় ৪৯২জন। ২৪ ঘণ্টায়  
হুপিচম জেলা ৬০ জন ছাড়া  
সিপিএইজলা জেলায় ৯৬, খোয়াই  
জেলায় ৪৫, পোমতি জেলায় ১৩৩,  
দক্ষিণ জেলায় ১৩৭, ধলাই জেলায়  
১৩২, ডাংকোটি জেলায় ১৪৫ এবং  
উত্তর জেলায় ৮৭ জন করোনা  
পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন।  
মেশে ২৪ ঘণ্টায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার  
পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন।  
এই সময়ে মারা গেছেন ৩০ জন।  
পশ্চিম জেলায় লাক্ষিয়ে করোনা  
আক্রান্ত বাড়লেও পুলিশ প্রশাসন  
বাস্তব আছে এবং অটো চালকদের  
মাক্সাচ্ছে পরিমাণী পরীক্ষা করতে।  
শহরের বাজারগুলিতে ভিড

পুলিশকে সচেতন  
করতে কোচিং ক্লাস

প্রত্নতাত্ত্বিক কলম প্রতিনিধি, আগরতলায় এসে  
পড়ে রাজা পুলিশের অফিসাররা এ  
সবগতই শুক করেছেন। প্রাচুর্য সমালো  
পশ্চিম জেলায় কর্তৃত ৪০জন অফিসার  
নিয়মে জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করেছে  
পুলিশ জেলার ভারপ্রাপ্ত এসপি এ  
অনির্বাহ দাস এবং মিনা কুমারী দেব  
পুলিশ কমান্ডেবল পর্যন্ত এলজিভিট  
হয়ে ক্লাস করছেন। মঙ্গলবারই এটি  
এই সচেতনতা দায়ী শিরিরিত হয়েছে। এই  
নিয়মে পুলিশের ক্লাস নিয়েছেন সমাজ  
অধিকারী কুমার দেব-সং আরও কয়েক  
সিদ্ধার্থ নিয়ে আন্দোলন করছেন।  
বালুগেছেন তারা। ২০১৪ সালে এলজিভি  
কেন্দ্রীয় সরকারের এক মাননীয় গুরু  
এলজিভিট সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে  
উপরই এপ্রিন আলোচনা হয়েছে।  
থানার পুলিশ প্রতিনিধি শিবিরে অংশ  
সোনাটরিতে এলজিভিট সম্প্রদায়ে  
হোটেলে থেকে বেরিয়ে আসতেই চা  
নিয়মে যায়। তাদের নব কলে পুষ্ণ না  
চারচারজনের পরিচয় অভিজ্ঞ করে এ  
করছিলেন বলেও অভিযোগ। পুলিশ  
গ্রেফতার এবং থানায় নিয়ে হেনস্থা  
সময়ই পশ্চিম তালুর দাবি পুলিশ অফিসার  
অধিকার নিয়ে তারা কিছুই জানেন না  
করছেন। তাদের এই যুক্তি মেনে পু  
কোনও ব্যবস্থা নেয়ার। উল্টো পুলিশ  
কোনও বাঁচিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে  
সম্পন্ন মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমাজ  
এলজিভিট সম্প্রদায়ের অধিকার শ্রমিক  
জেলা পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণের  
এলজিভিট সম্প্রদায়ের হেনস্থা  
যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে  
বিশ দূর গোয়ে বা তা নিয়ে প্রকল্প  
কর পুলিশ এবং এক সাংবাদিক  
আক্রান্তদের পক্ষে করা মাননীয়

কত জন্মদায়।)। সমালোচনার মধ্যে এলবিজিট সম্প্রদায় নিয়ে জ্ঞান অর্জন করার মধ্যেই রাজ্য পুলিশ বাধ্য হয়ে থাকে। এলবিজিট সম্প্রদায়ের অধিকার থেকে অধিসারদের তালিকায রয়েছেন তাত্তাল পাশ, অতিথিত্ত পুলিশ সুপার।। সাব ইনসপেক্টর থেকে শুরু করে নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরে বাধ্য গণগণের জন্য পুলিশ কনফারেন্স হলে এলবিজিট সম্প্রদায়ের অধিকার সনিসবিকা মেহা গুপ্ত রায়, গুজজিৎ দত্ত, জন্ম।। তারা এলবিজিট সম্প্রদায়ের অধিকার সম্প্রদায়ের অসুবিধা নিয়ে কথা বিটি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নাসার বনাম পুপ্ত রায় দিয়েছে। এই রায়ের মধ্যেই বিস্তারিত বলা হয়েছিল। এই রাজ্যের ম জেলাস বলা এসজিও, প্রত্যেকের চার সনসা ডলপারে গিয়েছিলেন।। চরকে পুলিশ ফ্রেফতার করে থানায় হলা পুলিশ করা হয়। থানার মধ্যেই চিত্র সাংবাদিক ব্রিটি ভাষায় জেরা রর বিরুদ্ধও বেতাইনিভাবে তাদের দশা নিয়ে উঠে। এই ঘনীয় মানবিকার দশা এবং সেই সাংবাদিকের ভূমিকায় রর সাসপেন্ড করাও দাবি উঠে। এই র বাবরার বলে গঠনে এলবিজিট র দশা নী জানায় চারজনকে ফ্রেফতার শ প্রশাসনও এখন পর্যন্ত শাস্তিমূলক শিস্কারদের বাঁচানো জন্য তদন্তে দানান। হয়। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আশোনেরকারীদের সাথেযে পশ্চিম দানান। রীতিমতো ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ। এই ঘটনার তদন্তও আর র নিশ্চিত আক্রান্তদের পরিজ্ঞান র বিরুদ্ধে এলবিজিট সম্প্রদায়ে র পশ্চিম পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়ার।

## ২ ফেব্রুয়ারি

### তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি।। ভোটের দামামা বেজে গেল তৃণমূলের অনন্দে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন। ৩১ মার্চ ঘোষিত হবে নতুন কার্যকরী সমিতি। ঘোষণা করলেন দলের মহাসচিব পাথ চট্টোপাধ্যায়। নীলবাড়ির লড়াইয়ে বিপুল জয়ের পরই তৃণমূলের সর্বময়্যে কর্তা মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অন্তিমতঃ দলের সর্বস্বাভাব্য সাধারণ সম্পাদক পদে অভিষিক্ত হয়েছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। আর দলের সাধারণ সম্পাদক পদে বসেই জাতীয় স্তরে দলের বিস্তারে মন দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এবার দলের অভ্যন্তরে ভোটের মাধ্যমে সর্বস্তরে ঠিক করা হবে সেতা। মঙ্গলবার মহাসচিব পাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “আগামী ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন। তারপর থেকে একে একে বুথ কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন চলবে। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কোভিড বিধি মেনে দলের সর্বস্তরে সাংগঠনিক নির্বাচন সেয়ে ফেলা হবে। সেই দিনই তৃণমূলের কার্যকরী সমিতির ঘোষণা করা হবে।” ২০১৭ সালে শেষবার তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন হয়েছিল। সে বার একদল প্রতীদ্বন্দ্বিতা পদে নির্বাচন হয়ে। তাকে বাবা প্রতীদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন মমতা বন্দোপাধ্যায়।

কোভিড বাড়ছে কেন, জবাব নেই কোথাও  
জায়গার বদলে একই তথ্য অন্যরকম

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,**  
আচরতালা, ১৬ জন্মারি। ত্রিপুৰা  
আচৰতালা, ১৬ জন্মারি। ত্রিপুৰা  
বায়ুছে কেন, মৃত্যুও বায়ুছে কেন,  
এসব প্ৰশ্নেৰে কোন জবাৰ নাই  
কহি কৰেও পাওয়া যায় না  
দিন-দিন ধৰে লাগাতৰ কেইদা  
মৃত্যুৰ হৈসাৰ পাওয়া যাচ্ছে সরকারি  
ব্যালেটিন। যদিও কেন্দ্র-রাষ্টা কিংবা  
স্বাস্থ্য দফতৰৰ ব্যালেটিন আৰ  
ন্যাশনাৰ হেলথ মিশন'ৰ সাইট  
থেকে পাওয়া ত্রিপুৰা ডেভেলপমেণ্ট  
সকাইট সাইটেৰ ডাষাবোৰে মৃত্যুৰ  
সংখ্যা এক নয়, সেখানে সংখ্যা  
৭৮২, ব্যালেটিনে ৮৪১, সেই সংখ্যাই  
তোথাও চেষ্টা। সবচেয়েই সরকারি  
কেন্দ্র।

দক্ষতৰেৰ ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য  
অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুৰা জেলাৰ  
সংখ্যা ভিত্তিতে রেট ২৬.৯৮  
শতাংশ, উত্তৰাকাই জেলাৰ ১৯.৮২  
শতাংশ, গোমতীতে ১২.৯২ শতাংশ,  
খোয়াই জেলাৰ ১০.২৩ শতাংশ,  
দক্ষিণ জেলায় ৯.৯৭ শতাংশ,  
সিপাহিজোয়া ৭.৯২ শতাংশ, উত্তৰ

খ্রিষ্টাব্দ ৪৮১ শতাব্দী এবং ধলাই জেলায় ৪.৬৬ শতাংশ। রাজসর কোভিড সত্ৰকোভ ওয়েবসাইটে রাজসর বিভিন্ন কোভিড হাসপাতাল, ডেডিকটেড কোভিড হেলথ সেন্টার এবং কোভিড কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র খালি আছে আর কত বেডে রোগী আছেন তার হিসাবে দেওয়া আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ৩৮৫৫ বেড খালি আছে। প্রথম নামটি এজিএমসি এন্ড জিবিপি হাসপাতাল'র, ১৪ বেডে রোগী আছে। সেন্টার, ২০৭ বেড খালি আছে, এটিএমসি'তে সব বেডই খালি, আইএলএস হাসপাতালে ১২ বেডে রোগী আছে। ৪৫ বেড খালি আছে। এই রকমভাবে ৫০ জায়গার হিসাব দেওয়া আছে। তবে এই তথ্য এখনকার বলে কেউ বেরেছে খোঁজ করেই ঠিকতে পারেন, কারণ গত বছরের ২৩ সেপ্টেম্বরের পর গণ এই তথ্য আপডেট করা হয়নি। পাশাপাশি তথ্য এই যে মঙ্গলবারের বুধদিনে খ্রিষ্টাব্দ নতুন কোভিড রোগী বেড়েছে আরও ১০৮৫ জন,

পার্শ্বাভিট এবং বারো গেছেন আরও ৪ জন। চারদিন ধরেই লাগাতার কোনও কাজই হচ্ছে, যথাক্রমে ৩, ৩, ২ এবং ৪ জন। স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের কাছে জেনে জানে তথ্য নেওয়া চাওয়া হয়েছে, জবাব পাওয়া যায়নি। কোনে তাদের পাওয়া যায়ই না। কোভিড সমস্যা স্বাস্থ্য কর্মীরা বাত্ম থাকেই পালনে। প্রত্যেককে হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজ করা হয়েছে, একজন শুধু সাড়া দিয়েছেন। সাড়া দিয়ে অন্যান্যককে দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্যরা সাড়াই দেবেননি খবর লেখা পর্যন্ত। কোভিড ব্যালিটিনে যেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দফতর যে প্রপেচালায় হোয়াটসঅ্যাপে, সেখানেও জানতে চাওয়া হয়েছে। কোনও জবাব নেই। কিংবা যুক্ত স্বাস্থ্য দফতরদের কর্মী কিংবা তথ্য দফতরদের কর্মী দেখেছেন প্রশ্ন। নার্শানলা স্বাস্থ্য মিশনের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল'র কাছে জানতে শেষ হয়েছে, এখনকার কোভিড'র বাড়াবাড়ির কারণ কর্মী। কোভিড মুক্তা

বাড়ছে কেন। ত্রিপুরার ওত্রকান  
আক্রান্ত কেউ আছে কিনা, ডেন্টা  
ভায়ায়র্স্ট এই রাইজো থানার  
ভায়ায়র্স্ট, না হলে কোনটি। কোনও  
জবাব পাওয়া যায়নি। ম্যাসেজে  
জবাব টিক বুঝেছে। স্বাস্থ্য দফতরের  
অফিসর ডাঃ শুভাশিস দেববর্মার  
কাছে এগুলি ছাড়াও জানতে চাওয়া  
হয়ছিল, রাজো কয় জায়গায়  
আরটিসি/রাজার স্টেট হয়, রাজো  
এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং  
করা হয় কিনা। রক্ত সঞ্চট  
মাকাবিলিয়া কী ব্যবস্থা নেওয়া  
হচ্ছে। তিনিই একফার সভা  
দিয়েছেন, তবে জবাব দেননি। তিনি  
বলেছেন, ডাঃ দীপ দেববর্মার সাথে  
যোগাযোগ করত, তার জিরেটেলের  
কোভিডের ব্যাপারে সব তথ্য রাখে।  
ডাঃ দীপ দেববর্মাকেও এই  
রেফারেন্স-দ-শ প্রশ্নগুণী  
হয়েছিল, জবাব পাওয়া যায়নি। তিনি  
স্টেট সার্ভিসলে অফিসার। স্বাস্থ্য  
দফতরের আরেক অফিসর ডাঃ রাখা  
দেববর্মার কাছেও জানতে চাওয়া  
হয়েছিল, জবাব পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য

সেবির আর স্বাম্যমস্ত্রীর কাছে এই প্রশ্ন রাখা হয়নি। কোভিড শুরু হওয়ার পর পথে জোগাড় সাংবাদিকদের বেগ পতে হচ্ছে নিয়মিত সাংবাদিকদের ব্রিফ করার ব্যস্থায় নেই, কেবল মান্না নতুন রাণী, মুন্ডার সংখ্যা, হাতিদার আর বাঙ্গালিনের সংখ্যা ছাড়া নিয়মিত অন্য কিছু পাওয়া যায় না। সমিতি তখন এখন পাওয়া যায় না, তখনই ভুল তথ্য পরিবেশনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। রাজ্যের বাইরে যেমন যারা এসেছেন, আগরতলায় বিমানবন্দর আর রেল স্টেশন মিলিয়ে ৫৪ জনকে পিআরটিআই-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৪৪ জন পুরুষ, ১০ জন মহিলা। ৪০ জন জলার রাজ্জের। বাকীরা বিভিন্ন জেলার। কেন্দ্রিজ ট্রেকার অনুযায়ী ত্রিপুরার এই ওয়ানডের পিক আসতে পারে জগন্নাথুর তৃতীয় সপ্তাহে। সেদের কোভিড প্রজেকশন মডেল 'সুদ্র'-কোভিড ইন্ডেক্স প্রেক্ষাপটে তথা আপডেট ইহুয়া না। ত্রিপুরার তথ্য-বে মাসের পুরানো।

No	1.	<b>Name of Description</b>
		Bleaching Powder
	1.	<b>Product Description</b>
		Packing containing 35
		Three Layer Mask (Small)
	2.	Hand Gloves (Surgical)
	3.	Fogging Oil (Melathic)
	4.	(Technical grade) 50 registered with insect
	5.	Anti Larva Powder
		<b>Product Description</b>
		i) Diflubenzaron 25%
		Dettol Soap (Small) 4
	6.	Sodium hypochlorite

The filled quotation along with on 29/01/2022 by 3:00 Pm. The be opened in the office of the Authority reserved the right to

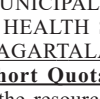
**Terms & Condition :-**

1. The agency/Firm / Person
2. The agency / Firm / Person
3. It will be deducted from so
4. Bank Account Number, IFSC
5. The quotationer shall quote authority will not co
6. Manufacturing of chemical
7. Availability of test report from 5 & 7.

No. 46/PH/Omicron / AMO

1	25 Kg per bag, 3 layer % of Chlorine, ISI Mark. (chemical)	
2	) % E.C registration must be de board.	
3	: W.P gm. solution 10-12%	
4	re required documents must reach party shall submit the quotation undersigned on 31/01/2022 at 3:00 reject the quotation without ass	
5	shall be an Indian Citizen.	
6	shall have Valid GST Registration Certificate; PAN Card Copy shall be sub Code, Branch name shall be sub the rate of item keeping in mind promise with quality of the item shall be not more than 3 (three) central Govt. / NAB / IAC to b	
7	2022 /1447-49	4

Quantity	Rate	Remarks
g		
ter		
g		
ter		
to the office of the undersigned in sealed envelope which shall PM, if possible. termining any reason.		
mitted along with quotation. mitted for payment. e quality of the item. The AMC		
month of the date of delivery. submitted for the item No. 1, 4, Sd/ Illigible Health Officer Agartala Municipal Corporation ated, Agartala the 18/01/2022		



**AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION**  
(PUBLIC HEALTH SECTION)

**AGARTALA**

**Notice Inviting Short Quotation No.1/2021-22**

Sealed quotation are hereby invited from the resourceful suppliers / Agency / Persons/ Parties / Firms to submit the quotation with rate of the item on urgent basis. The Notice inviting Short Quotation could be seen in the Agartala Municipal Corporation website [www.agartalacity.tripura.gov.in](http://www.agartalacity.tripura.gov.in) & Tripura State Portal.

S I .	Name of Description	Quantity	Rate	Remarks
No	Bleaching Powder	Kg		
1.	<b>Product Description :-</b> 25 Kg per bag, 3 layer Packing containing 35% of Chlorine, ISI Mark.			
	Three Layer Mask (Surgical)			
2.	Hand Gloves (Surgical)			
3.	Fogging Oil (Melathion)	Liter		
4.	<b>(Technical grade)</b> 50% E.C registration must be registered with insecticide board.			
5.	Anti Larva Powder	Kg		
	<b>Product Description :</b> i) Diflubenzaron 25% W.P			
	Dettol Soap (Small) 45 gm.			
6.	Sodium hypochlorite Solution 10-12%	Liter		

The filled quotation along with the required documents must reach to the office of the undersigned on 29/01/2022 by 3:00 Pm. The party shall submit the quotation in sealed envelope which shall be opened in the office of the undersigned on 31/01/2022 at 3:00 PM, if possible.

Authority reserved the right to reject the quotation without assigning any reason.

**Terms & Condition :-**

1. The agency/Firm / Person shall be an Indian Citizen.
2. The agency / Firm / Person shall have Valid GST Registration.
3. It will be deducted from source; PAN Card Copy shall be submitted along with quotation.
4. Bank Account Number, IFS Code, Branch name shall be submitted for payment.
5. The quotationer shall quote the rate of item keeping in mind the quality of the item. The AMC authority will not compromise with quality of the item.
6. Manufacturing of chemical shall be not more than 3 (three) month of the date of delivery.
7. Availability of test report from central Govt. / NAB / IAC to be submitted for the item No. 1, 4, 5 & 7.

Sd/ Illegible  
Health Officer

No. 46/PH/Omicron / AMC/2022 /1447-49

Agartala Municipal Corporation  
Dated, Agartala the 18/01/2022



## বাড়ছে দ্বৈরথ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান করার কথা থাকলেও অভিযোগ এডিসি এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলছে যেখানে করোনাবিধি মানা হচ্ছে না। কক্বরক দিবসকে সামনে রেখে যে আয়োজন চলছে বিভিন্ন জায়গায়। আগরতলায় এসব আয়োজনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার করা কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও এডিসি এলাকায় এসব আয়োজনে করোনাবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এডিসি এলাকা থেকে সচেতন নাগরিকরা বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। সরকারি আয়োজনে মানে এডিসি প্রশাসনের আয়োজনে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি না মানার অভিযোগের বিষয়ে অবশ্য কাকোর প্রতিক্রিয়া জানা সম্ভব হয়নি। এডিসি প্রশাসনের অনেকে সাথেরি টেলিফোনে এই বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও যাল্কিক সন্দপার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সাথে এডিসি প্রশাসনের আরও দ্বৈরথ বাড়লো।

## মহার্ঘ ইট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় অনেকেই সরকারি ঘরের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তাদের যে সময়ে ঘর নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে ওই সময়ে ইটের যে দাম ছিলো তার সাথে বর্তমানে ইটের দামের অনেক পার্থক্য। ঘর প্রাপকদের মধ্যে অনেকেই ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেছেন, আগের তুলনায় ৪ টাকা বেশি দরে তাদের ইট কিনতে হয়। তাতে তারা মহা বিপদে পড়েছেন। কেননা, এই সময়ের মধ্যে বেশি দামে ইট কিনে ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবেও সমস্যায় পড়েছেন। যে নির্ধারিত বরাদ্দ রয়েছে ঘর নির্মাণের জন্য ইটের বাড়তি মূল্যের কারণে সেই বরাদ্দ বাড়েনি। সুতরাং, সুবিধাভোগীদের তরফে দাবি করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এবং গ্রাম বিকাশ মন্ত্রী যেন বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইটের বাড়তি মূল্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ঘর প্রাপকরা।

### আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেষ** : পারিবারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিয়ের যোগ আছে।  
**বৃষ** : পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন।  
**মিথুন** : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দুষ্টিতা এবং অতুচ্চ কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।  
**কর্কট** : কর্মসূত্রে দিনটিতে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।  
**পারিবারিক ব্যাপারে** কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিয়ের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু মনোবিকষ্টের যোগ আছে।  
**সিংহ** : প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।  
**আর্থিক ক্ষেত্রে** আয়া-বায়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।  
**কন্যা** : দিনটিতে চাকরিজীবীর অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টিভ্রম থাকবে। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।  
**তুলা** : সরকারি কর্মে উর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

## ২৩শে জানুয়ারির শোভাযাত্রায় ‘নিষেধাজ্ঞা’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন তথা ২৩ শে জানুয়ারিকে সামনে রেখে শহরের বান্দি স্কুল নেতাজী সুভাষ বিদ্যালয়কেতনের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা এবার আর হচ্ছে না। করোনা পরিস্থিতিতে এবারের শোভাযাত্রা বাতিল করার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফেই জানা গেছে। কারণ, নেতাজী জন্মদিনকে সামনে রেখে শহরে এই স্কুলটির আয়োজনের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক ইতিহাস। এই স্কুলের প্রাক্তনীরাও এই আয়োজনে অংশ নেয়। তাছাড়া শ্রেণি স্তরে

শোভাযাত্রায় অংশ নেয় পড়ুয়ারা। তাদের নিজস্ব ট্যাবলো কিংবা ভাননা তুলে ধরা হয় এই আয়োজনে। করোনা পরিস্থিতিতে স্কুলের অভ্যন্তরেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২৩ শে জানুয়ারির আয়োজন হচ্ছে বলে খবর। যতটুকু জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৩ শে জানুয়ারি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পালন করা হবে। ২৬ শে জানুয়ারির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম লাগু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নেতাজী স্কুলের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা এবারও না হওয়ার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ আগেই শিক্ষা দফতরকে জানিয়েছিলো। এবার শিক্ষা

দফতরের তরফেও কোনও সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এই সময়ের মধ্যে স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পড়ুয়ারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২৩ শে জানুয়ারি পূর্বের ন্যায় স্কুল অভ্যন্তরে সমস্ত ধরনের আয়োজন থাকলেও ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গণহারে উপস্থিতি নাও থাকতে পারে। ভার্চুয়ালি এই আয়োজন সকলের কাছে তুলে ধরার দাবি করেছে প্রাক্তনীরা। তাছাড়া স্কুলে নিজস্ব ঘরানায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে যে আয়োজন থাকছে তাও কয়েকজনকে নিয়ে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে বলে খবর। আগরতলা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনেক আয়োজনের কথা শোনা যায়। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে করোনা বিধি না মানার অভিযোগ বিস্তর।

আজ রাতের ওষুধের দোকান

সাহা মেডিসিন

৯৪৮৫০৩২০৮৪

## প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রস্তুতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রশানিক স্তরে এই আয়োজনের প্রাথমিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে ২১ জানুয়ারিকে মাথায় রেখে। কারণ ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবস। সেই কারণে সরকারি কার্যালয়গুলো আবেক বাতিতে সেজে উঠেছে। আবার ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে আসাম রাইফেলস ময়দানে শুরু হয়ে গেছে কুচকাওয়াজের মহড়া। বিগত বছরের মতো জমকালো আয়োজনে ২৬ জানুয়ারির কোনও উদ্যোগ নেই তা সকলেরই জানা। পরিস্থিতির দিকে সকলেরই নজর। সরকারের তরফে ২৬ জানুয়ারির ‘সরকারি’ বিধি সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু আসাম রাইফেলস ময়দানে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্যারেডের মহড়া দেওয়া হচ্ছে। সমগ্র বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখছেন আরক্ষ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। যতটুকু জানা গেছে, আগামী ২৪ জানুয়ারি চূড়ান্ত মহড়া। তার আগে অবশ্যই প্রাথমিক মহড়ায় আরক্ষ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা করোনা বিধিতে বিভাবে গোটা আয়োজন হবে তার আবহ বুঝে নিচ্ছেন। এদিকে, প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে অন্যান্য বারের মতো এবারও রবীন্দ্র



কাননে আয়োজন হচ্ছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে আগেই জানানো হয়েছিলো। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এই আয়োজন চলবে কিনা তা নিয়ে খেদ আয়োজকদের মধ্যেই অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে অনেক আয়োজনে ‘নিষেধাজ্ঞা’ জারি করা হয়েছে। ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে যে আয়োজকে রবীন্দ্র কাননে অনুষ্ঠিত হবে বলে শহরে পোস্টার দেওয়া হয়েছে আদৌ সেই আয়োজন হচ্ছে কিনা তা সময়েই বলবে। আবার মহা করোনা তৎময়ী মন্ত্রিসভার তথ্য নিয়ে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন সেখানে প্রশাসনের

নির্দেশের কথা জানিয়েছেন। তাতে স্পষ্ট ২৩ জানুয়ারির পর অনেক আয়োজনেই বন্ধ থাকবে। তবে রবীন্দ্র কাননের আয়োজন নিয়ে আয়োজকরা সরাসরি এখনও কিছুই বলেননি। তাছাড়া সরকারি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ‘বিধি’ মানার বিষয়টি অনেকেই গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থাগুলো ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে কী কী করতে পারবে, কী কী করতে পারবে না, তাও প্রশাসন আগাম কিছু জানায়নি। সবমিলিয়ে ২৬ জানুয়ারি কিবা ২৩ শে জানুয়ারি নিয়ে আয়োজকদের মধ্যে ‘দ্বিধা’ কাজ করছে।

## ‘সেবা হি সংগঠন’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।।

বিজেপির তরফে মানব

সেবাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যব্যাপী নতুনভাবে আয়োজন করা হয়েছে ‘সেবা হি সংগঠন’ কর্মসূচি। তারই অংশ হিসেবে বিজেপি আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় করোনার এই পরিস্থিতিতে মানুষকে সচেতন করার বাতীও দিয়েছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে প্রদেশ সভাপতি তাজার মানিক সাহা পাঁচ সদস্যক রাজ্যস্তরীয় কমিটি গঠন করেছে। করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে। মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় এই কমিটি আগরতলা থেকে গোটা রাজ্যেই জেলা স্তর কিংবা বুথ স্তর পর্যন্ত সেবামূলক ভাবনাগুলো তুলে ধরবে। জেলা স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত অনুরূপ পাঁচ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হবে। এই কমিটিগুলো করোনা পরিস্থিতিতে মোকাবিলায় মূল দায়িত্ব পালন করবে। মহিলা মোচার কার্যকর্তারা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের করোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা নিরসনের চেষ্টা করবে। তার পাশাপাশি মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণও করবেন। মহিলা মোচার তরফে করোনা আক্রান্তদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হবে। তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলিরও নিরসন করা হবে। আগামী দু’একদিনের মধ্যে যুব মোচার তরফে একটি হেল্প লাইনও চালু করা হবে। এই হেল্প লাইন মানুষের পাশে ‘সেবা হি সংগঠন’ ভাবনায় পাশে দাঁড়াবে। সারা রাজ্যে ৬৫০০ জনকে করোনাকালীন মোকাবিলায় জন্য ইতিপূর্বে ন্যাশনাল হেলথ ভলান্টিয়ার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারাও আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করবে। এই সময়ে যারা দ্বিতীয় ডোজ নেয়নি, তাদেরকে উৎসাহিত করার আহ্বান করা হয়েছে।

বৃষ্টির ডোজ দেওয়া হচ্ছে যাদের তাদেরকেও সহযোগিতা করবে ন্যাশনাল হেলথ ভলান্টিয়ার টিম।

## পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার পেছনে রাজনীতি, বিস্ফোরক শিক্ষামন্ত্রী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পরীক্ষা সূচি পিছিয়ে দেওয়ার জোরালো দাবি তুলেছে ছাত্র সমাজ। কোনও কোনও সংগঠনও পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী এবং বিজেপি আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় করোনার এই পরিস্থিতিতে মানুষকে সচেতন করার বাতীও দিয়েছে। দলের তরফে জানানো হয়েছে প্রদেশ সভাপতি তাজার মানিক সাহা পাঁচ সদস্যক রাজ্যস্তরীয় কমিটি গঠন করেছে। করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে। মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় এই কমিটি আগরতলা থেকে গোটা রাজ্যেই জেলা স্তর কিংবা বুথ স্তর পর্যন্ত সেবামূলক ভাবনাগুলো তুলে ধরবে। জেলা স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত অনুরূপ পাঁচ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হবে। এই কমিটিগুলো করোনা পরিস্থিতিতে মোকাবিলায় মূল দায়িত্ব পালন করবে। মহিলা মোচার কার্যকর্তারা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের করোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা নিরসনের চেষ্টা করবে। তার পাশাপাশি মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণও করবেন। মহিলা মোচার তরফে করোনা আক্রান্তদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হবে। তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলিরও নিরসন করা হবে। আগামী দু’একদিনের মধ্যে যুব মোচার তরফে একটি হেল্প লাইনও চালু করা হবে। এই হেল্প লাইন মানুষের পাশে ‘সেবা হি সংগঠন’ ভাবনায় পাশে দাঁড়াবে। সারা রাজ্যে ৬৫০০ জনকে করোনাকালীন মোকাবিলায় জন্য ইতিপূর্বে ন্যাশনাল হেলথ ভলান্টিয়ার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারাও আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করবে। এই সময়ে যারা দ্বিতীয় ডোজ নেয়নি, তাদেরকে উৎসাহিত করার আহ্বান করা হয়েছে।

হয়েই বলেছেন যেসব সংগঠন এসব দাবি তুলছে কিসের ভিত্তিতে দাবি তুলছে, কোন বিজ্ঞানীর তথ্য তুলে ধরছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুলগুলোতে পঠনপাঠন চলছে। অথচ তাই কেউ কেউ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছে। সচেতনতামূলক সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা বন্ধ থাকবে, সবকিছু খোলা থাকবে এই তথ্য কোন বিজ্ঞানী দিয়েছেন প্রকাশেই জানতে চাইলেন শিক্ষামন্ত্রী। টিপস এবং ইকফাই ইস্যুতেও কথা বলেছেন মন্ত্রী। এদিন সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাস্তব ছবিগুলো দেখেছেন তিনি। এদিকে পড়ন্ত বিকালে আগরতলার বেশ কয়েকটি কলেজের পড়ুয়ারা শিক্ষা দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করে দাবি করেছে এই সময়ের মধ্যে করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলেজের

পরীক্ষাগুলো স্থগিত রাখা হোক। টিপস বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত না করলেও এদিন আগরতলার বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা শিক্ষা ভবনের সামনে মিলিত হয়ে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তারা দাবি করেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে এই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা ঠিক নয়। আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়, রামঠাকুর মহাবিদ্যালয় থেকে পড়ুয়ারা সরাসরি অধিকর্তার সাথে দেখা করে তারা তাদের দাবির কথা তুলে ধরেছেন। আবার বিভিন্ন মাধ্যমে নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় থেকে পড়ুয়ারাও দাবি সনদে স্বাক্ষর করেছে। তারা তাদের দাবি সনদের বিষয়গুলো তুলে ধরে দাবি করেছেন, এই সময়ের মধ্যে তাদের পরিস্থিতি উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলেজের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ পবিত্র’র



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কৃষক সভার নেতা পবিত্র কক। মঙ্গলবার অমরপুরে ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণ সংগঠন সমূহের ডাকা দুদিনের সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। আগামী ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে দুদিনের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই ধর্মঘট ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি। কেন এই সময়ে ধর্মঘট ডাকতে হয়েছে তারও কারণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারকে শক্ত করে আঘাত দেওয়ার জন্যই দুদিনের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মানুষ যে এই ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত তা

আগেই দেখিয়ে দিয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর আগরতলায় কৃষক জমায়েতের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। গত ৩ বছরের মধ্যে সেটি সবচেয়ে বড় জমায়েত হয়েছিল। শুধু জমায়েত নয় পুলিশ কোনভাবেই ওই কর্মসূচির অনুমতি দিতে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত পুলিশ মহানির্দেশকের সাথে তারা দেখা করেছিলেন। বলে দিয়েছিলেন অনুমতি যদি না দেওয়া হয় তাহলে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়বে। পবিত্র কর বলেন, বিজেপি জনবিরোধী, শ্রমিক বিরোধী এবং কৃষক বিরোধী। মানুষ ধর্মঘট সেই সময় ডাক দেয়, যখন মিছিল, মিটিং করেও দাবি আদায় করা যায় না। গোটা দেশে এখন এই পরিস্থিতি চলছে বলেই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।

## সমভূমি সাহিত্য উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জেলাইবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার সমভূমি সাহিত্য উৎসব এবং সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠান হয়। এদিন সকাল ১১টায় সংস্থার সভাপতি সত্যজিৎ বেদ্যের জেলাইবাড়ির মধ্য পাড়াস্থিত বাড়িতে এ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হরেকৃষ্ণ আচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার মহকুমাশাসক, অধ্যাপক মলয় দেব, আইনজীবী রাখাল মজুমদার, বিষ্ণুপদ রায় প্রমুখ। এদিন সমবেতভাবে সমভূমি সাহিত্য পত্রিকার আবেগ উন্মোচন করা হয়। এরপর সমভূমি সামাজিক

সংস্থার নামের ফলকের আবেগ উন্মোচন করা হয়। এ বছর সমভূমি সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হয়েছে তরুণ কবি গুণশঙ্কর দাসকে। সমভূমি শিল্পী সম্মান লাভ করেন সুকান্ত ঘোষ এবং সমাজসেবী সম্মান প্রদান করা

হয় প্রাণজিব সরকারকে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী সঙ্গীত চক্রবর্তী, লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী বারেন্দ্র বিশ্বাস। সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান সম্পাদক অভি কুমার দে।



ক্রমিক সংখ্যা — ৪১০									
সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ০ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কে মেনে পূরণ করা যাবে।									
সংখ্যা ৪০৯ এর উত্তর									
9	5	2	6	8	3	7	1	4	0
8	7	4	3	5	9	2	1	6	0
1	6	3	8	2	7	5	4	9	0
5	9	6	1	3	2	9	8	5	0
7	4	8	4	7	6	1	2	3	0
2	3	1	5	9	8	7	6	4	0
3	1	9	2	6	5	4	7	8	0
4	8	5	7	1	3	6	9	2	0
6	2	7	9	8	4	3	5	1	0



# দায়িত্ব নিলেন নতুন পুলিশ সুপার



**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।**। উত্তর জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ড. কিরণ কুমার কে। পূর্বতন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীকে বদলি করা হয়েছে খোয়াই জেলায়। আর খোয়াই জেলা থেকে কিরণ কুমার কে বদলি হয়েছেন উত্তর জেলায়। মঙ্গলবার বিকেলে তিনি স্থানীয়

সাংবাদিকদের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ২০১৫ সালে উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার এসডিপিও হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি। তাই অনেকের সাথে তার আগে থেকেই পরিচয় আছে। সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের সময় নতুন পুলিশ সুপার মূলত ট্রাফিক ব্যবস্থা, অসামাজিক

কার্যকলাপ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট জেলার থানাগুলোতে যে সব সমস্যা আছে সেগুলিও দূর করার বিষয়ে তিনি ভূমিকা নেনবেন বলে জানান। কাজের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কাছে সহযোগিতার আহ্বান রেখেছেন নতুন পুলিশ সুপার। একই সাথে নতুন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জে ডার্লিং।

## ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি।**। বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করলেন মহকুমাশাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য এবং বিডিও জয়দীপ ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগে জেলাশাসকও ব্যবসায়ি প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। মূলত করোনা পরিস্থিতিতে বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। এদিনও ব্যবসায়িদের নিয়ে বৈঠকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা প্রশাসনিকভাবে বেশকিছু নির্দেশাবলী জানিয়ে দিয়েছেন। বাজার কমিটিকে বলা হয়েছে সেই সব নির্দেশাবলী যাতে কার্যকর করা



হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য। বাজারের কোন জায়গায় আবর্জনা ফেলা হবে, কোথায় শৌচালয় নির্মাণ করতে হবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ি থেকে কত টাকা রাজস্ব আদায় করতে হবে সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাজার পরিষ্কার রাখতে কত জন লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন সেই বিষয়েও আলোচনা করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা। আলোচনায় দাবি উঠেছে একটি সরকারি জায়গায় ডাম্পিং স্টেশন গড়ে তোলার। কারণ বাজার থেকে সংগৃহীত আবর্জনা ডাম্পিং স্টেশনে ফেলা হলেই পরিবেশ স্বচ্ছ থাকবে। বাজারকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য ৮টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লাইট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যবসায়িদের জানানো হয় বিশ্রামগঞ্জ এলাকার উন্নয়ন এডিবি'র কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য নিচ্ছে রাজা সরকার।

# ফেসবুকের দৌলতে গবাদি পশু খুঁজে পেলেন মীনা

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ জানুয়ারি।**। সামাজিকমাধ্যম যে শুধুমাত্র মানুষেরই উপকারে আসে তা নয়। সামাজিকমাধ্যম নিয়ে অনেকের এলাজি থাকলেও তার দৌলতে অনেক ভালো কাজও যে হয় তা দেখতে পেলেন চড়িলামের নাগরিকরা। সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকের দৌলতেই নিজের



হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশুকে কাছে ফিরে পেলেন মীনা জমাতিয়া নামে এক মহিলা। তবে সেই গবাদি পশুর মালিকানা নিয়ে কিছুটা বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। কারণ দু'পক্ষ সেই গবাদি পশুর মালিকানা দাবি করলেও শেষ পর্যন্ত এলাকার মাতব্বররা মীনাকেই গবাদি পশুর প্রকৃত মালিক হিসেবে বাছাই করেছেন। উত্তর চড়িলামের বনকুমারী এলাকার নন্দলাল দেবনাথের গবাদি পশু

কয়েক মাস আগে চুরি হয়েছিল। তিনি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গবাদি পশুর হদিশ পাননি। কিছুদিন আগে ফেসবুকে তিনি দেখতে পান দক্ষিণ চড়িলামের সুকুমার নমঃ'র বাড়িতে অপরিচিত একটি গবাদি পশু এসেছে। সুকুমার নমঃ'র স্ত্রী সেই গবাদি পশুটিকে কিছুদিন প্রতিপালন করেন। পরবর্তী সময় গ্রামেরই এক যুবক বিষয়টি জানতে

রামগড় এলাকার মীনা জমাতিয়া। তিনিও নাকি ফেসবুকের মাধ্যমে ঘটনা জানতে পেরে নন্দলালের বাড়িতে আসেন। মীনা জমাতিয়া জানান, গত ২৮ দিন আগে গবাদি পশুটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তিনিও অনেক খোঁজাখুঁজি করে গবাদি পশুটির হদিশ পাননি। শেষে তিনি ফেসবুক পোস্ট দেখে প্রথমে ছুটে আসেন সুকুমার নমঃ'র বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন গবাদি পশুটিকে নন্দলালের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার একই গবাদি পশুর দু'জন মালিকানা দাবি করায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কারণ, দু'জনেরই গবাদি পশুর গায়ের রং একই রকম। শেষ পর্যন্ত এলাকার অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনায় বসেন। প্রকৃত মালিককে খোঁজে বের করার জন্য তারা তথ্যপ্রমাণ চান। মীনা জমাতিয়া তাদের সামনে তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরার পরই সেই গবাদি পশুটিকে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেন মাতব্বররা। হারিয়ে যাওয়া গবাদি পশু পুনরায় খোঁজে দেবনাথ। তিনি সেই মহিলার বাড়িতে গিয়ে গবাদি পশুটিকে খুঁজে পান। মহিলাও ঘটনা জানতে পেরে নন্দলালের হাতে গবাদি পশুটিকে তুলে দেন। এদিকে, সোমবার নন্দলালের বাসভবনে গিয়ে উঠেন

## কলা গাছ কাটতে গিয়ে হাত গেল শিশুর

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ জানুয়ারি।**। বড়োসড়ো অঘটনের হাত থেকে রক্ষা পেল এক শিশু। যদিও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে সেই শিশুটি। এই ঘটনায় স্কন্ধতা নেমে এসেছে এলাকায়। কলা গাছ কাটতে গিয়ে নিজের হাত কাটা পড়ে গুরুতর আহত ৭ বছরের এক শিশু। ঘটনা গন্ডাছড়া রতননগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার গন্ডাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত রতননগর অঞ্চলের বাসিন্দা হুসে কুমার ত্রিপুরার ৭ বছরের ছেলে গোবিন্দ ত্রিপুরা বিকালবেলা খেলার ছলে কলাগাছ কাটতে গিয়ে নিজের হাত কাটা পড়ে। তাতে তার হাত দুটুকুরো হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা শিশুটিকে দ্রুত রইন্যাবাড়ি প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা শিশুটির অবস্থা বেগতিক দেখে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটিকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে। বর্তমানে শিশুটি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কলা গাছ কাটতে গিয়ে শিশুর হাত কাটা পড়ার ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই গোটা মহকুমা এলাকা জোড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

## উপপ্রধানের মৃত্যুতে শোক

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ১৮ জানুয়ারি।**। বঙ্গনগর রুকের বাগবের পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মানিক মিসার প্রয়াণে শোকের আবহ গোটা এলাকায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫



বছর। তার বাড়ি বাগবের পঞ্চায়েতের দুধপুকুর এলাকায়। গত শনিবার বিকেলে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গত ৭ জানুয়ারি বিশালগড় থানার পুলিশ সুমন সিনহা'র বাবা মানিক সিনহা'কে থেফতার করেছিল। তবে সুমন পুলিশের ধরা হওয়ার বাইরেই ছিল। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে তাকে থেফতার করে আদালতে পেশ করা হয়।

## কংগ্রেসের জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ জানুয়ারি।**। মঙ্গলবার থেকে খোয়াই কংগ্রেস ভবনে দু'দিনব্যাপী জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিং সিনহা। মূলত সাংগঠনিক বিষয়ে শিবিরে আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী সময় বীরজিং সিনহা সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের সব নেতা-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া সারা রাজ্যে ১ লক্ষ ডিজিট্যাল সদস্য পদ বিলির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগামী বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছে।

**PNle-T NO:- 29/EE/J-2021-22, Dated 15/01/2022**  
The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on **07-02-2022** for 01(One) No. Maintenance work. For details visit <https://tripuratenders.gov.in> or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.  
Sd/- Illegible  
EXECUTIVE ENGINEER  
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R&B),  
ICA-C-3396-22

# প্রশাসনের ঘরেই নির্দেশ লঙ্ঘন!

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ জানুয়ারি।**। যে প্রশাসনের উপর করোনা সংক্রমণ রোধের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাই যেন নিজেদের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করছেন। ধর্মনগর মহকুমাশাসক অফিসে মঙ্গলবারের পরিস্থিতি এমনটাই জানান দিয়েছে। এদিন দুপুরে মহকুমাশাসক অফিস থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতালে দেখা যায় প্রচুর সংখ্যক মানুষের মুখে মাস্ক নেই। এমনকী তারা ভীড় করে হাসপাতাল কিংবা অফিসে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ মহকুমাশাসক এবং তার অধঃস্তন আধিকারিকরাই রাস্তায় বেরিয়ে মাস্কহীন ব্যক্তিদের জরিমানা করেন। নিজেদের অফিসেই যে প্রচুর সংখ্যক মানুষ

মাস্ক ছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকছেন সেই দিকে তাদের নজর



নেই। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিককর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা বলে দেন এতে কিছু

করার নেই। বরং প্রশমকর্তা

সাংবাদিককে বলা হয় তিনি যদি কিছু করতে পারেন তাহলে করুন। প্রশ্ন উঠছে, মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমেরও তা ঠিক।

কিন্তু প্রথম দায়িত্ব তো প্রশাসনের। তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছেন? প্রশাসনিককর্তার অফিসেই যদি এই ধরনের পরিস্থিতি হয় তাহলে বাজার হাটে কি ধরনের অবস্থা চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে প্রতিদিন করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। খোদ রাজা সরকার এখন বলছে করোনা সংক্রমণ উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। সেই জায়গায় প্রশাসনের দায়িত্ব মানুষকে সচেতন করা এবং যারা সচেতন হতে চাইছেন না তাদের সায়োস্তা করা। প্রশাসনিক কর্তার অফিসেই যদি এভাবে সরকারি নির্দেশকে অমান্য করার খেলা চলতে থাকে, তাহলে অন্যত্র কিভাবে তারা ভূমিকা নেনবেন?

# হাসপাতালে মোবাইল চুরি

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ জানুয়ারি।**। মঙ্গলবার সাতসকালে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে মোবাইল চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার নাম নজরুল ইসলাম। তার বাড়ি বিলোনিয়ার গন্ডামুড়া এলাকায়। নজরুল ইসলামের এক প্রতিবেশী মহিলা হাসপাতালে এসেছিলেন রোগী দেখার জন্য। সেই মহিলার মোবাইল ফোন চুরি করে নয়ে নজরুল। যেহেতু, মহিলা আগে থেকে তার সম্পর্কে জানেন তাই তার সন্দেহ হয় নজরুলের উপর। পরবর্তী সময় হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় অভিযুক্তকে হাতে-নাতে



হাসপাতালে ছুটে আসে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে

নিয়ে যায় পুলিশ কর্মীরা। ওই মহিলা জানান, নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে খনের মামলা দায়ের হয়েছিল। দীর্ঘদিন সে জেলও খেটেছে। পরবর্তী সময় এলাকায় গেলে স্থানীয়রা তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে গর্জিতেই বসবাস করছে নজরুল। এদিন মোবাইল চুরির ঘটনা প্রকাশে আসার পর হাসপাতালের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া অনার্যও অভিযোগ করেন সেই ব্যক্তিকে আগেও হাসপাতালে দেখা গেছে। তাই তাদের সন্দেহ অন্যান্য চুরির সাথেও নজরুলের হাত রয়েছে। পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত করছে।

# গাঁজা বিরোধী অভিযানে অস্তিত্বের জানান

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কমলাসাগর/ সোনামুড়া, ১৮ জানুয়ারি।**। পুলিশের বিরুদ্ধে বরাবরই নেশা কারবারে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মদতের অভিযোগ উঠে। রাজ্যে যেভাবে গাঁজা চাষ বেড়ে গেছে তার পেছনে পুলিশেরও যে সাহায্য রয়েছে তা সবারই জানা। হয়তো সেই কলঙ্ক মুছার জন্যই এখন পুলিশকে কিছুটা সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলবারও বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমায় পুলিশকে গাঁজা বাগান ধ্বংস করতে দেখা যায়। এদিন মধুপুর থানার পুলিশ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রায় ৭০ কানি জমিতে গড়ে উঠা গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে। অভিযানে টিএসআর এবং বিএসএফ জওয়ানরাও সাথে ছিলেন। সাথে দেখা যায় বন কর্মীদেরও। একইভাবে সোনামুড়া



জওয়ানরা বাগান ধ্বংস শুরু করেন। যা চলে দিনভর। প্রশ্ন উঠছে পুলিশ যদি এত সক্রিয় হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে এত পরিমাণ গাঁজা বাগান গড়ে উঠলো? নিদুরকো বলেন, এই ধরনের অভিযানের মধ্য

দিয়ে পুলিশ নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। কারণ, পুলিশের কাছে কোনকিছুই অসম্ভব নয়। একটি বাগান ধ্বংস করলে গাঁজা কারবারিদের কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়টিও একাংশ পুলিশকর্তার ভালো করে জানা আছে। সেই কারণেই রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় লাগাতর গাঁজা বিরোধী অভিযান চললেও নেশার ব্যবসা বন্ধ করা যাচ্ছে না।

# যান দুর্ঘটনার হিড়িক, আহত বহু

**প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর/ চড়িলাম/ তেলিয়ামুড়া/ বিশালগড়, ১৮ জানুয়ারি।**। মঙ্গলবার গোটা রাজ্যে যান দুর্ঘটনার হিড়িক পড়ে যায়। প্রায় প্রতিটি থানা এলাকাতেই ছোট-বড় প্রচুর সংখ্যক যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে হতাহতের সংখ্যাও অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন অনেকটাই বেশি ছিল। এদিন সকালে কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত কমলনগর এলাকায় লরি এবং বাইকের সংঘর্ষে আহত হন অজিত শীল নামে এক যুবক। খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়কের কামলনগরে দুর্ঘটিনায়া আহত যুবকের বাড়ি খোয়াই হলাবিল এলাকায়। তিনি ওএনজিস'তে কর্মরত। এদিন সকালে খোয়াই থেকে বাইক নিয়ে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিলেন অজিত শীল। লরির সাথে ধাক্কায় আহত হওয়ার পর তাকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রেফার করা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লরি এবং বাইক নিজেদের হেফাজতে নেয়। এদিন রাত ৭টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা রোডের জোরপুকুর স্কুলের কাছে

গাড়ি এবং স্কুটর সংঘর্ষে আহত হন ৩ যুবক। তারা স্কুটিতে ছিলেন। বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় লোকজন রাস্তায় এসে তিন যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে দমকল কর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে

চড়িলাম বাজার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সামনে বাইকে থাকা স্পন দাসকে ধাক্কা দেয় একটি পণ্যবাহী গাড়ি। সুমন দাসের বাড়ি তকসা পাড়া এলাকায়। তিনি চড়িলাম এলাকায় তার বন্ধু অনিক চৌধুরীর বাড়িতে



বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে একজনকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। আহতরা হলেন রঞ্জিত দেববর্মা, আকাশ দেববর্মা এবং শম্ভুরাম দেববর্মা। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এদিন সকালেও অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পান সুমন দাস নামে এক যুবক। ভোর ৫টা নাগাদ

হারিয়ে তাগাত পাশে পড়ে যায়। গাড়ি তে থাকা চার জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দু'জন মহিলা এতে আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহত ছয় জনের মধ্যে দু'জনের আঘাত গুরুতর বলে খবর। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী অল্পের জন্য যাত্রীরা প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। এদিন তেঁদু বাজার থেকে হাট সেরে ওই গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন জাতীয় সড়কে রাত ৭টা নাগাদ এক যুবক স্কুটি নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আহত যুবকের নাম কমল শীল। তার বাড়ি বিশালগড় মহকুমাশাসক অফিস সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত কমল শীলকে বিশালগড় হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। তবে কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানা যায়নি।

## NOTICE INVITING TENDER FOR SALE OF GREEN LEAVES OF MACHMARA TEA ESTATES FOR THE YEAR 2022-23.

1. Sealed Tenders / Quotation in plain paper are hereby invited by the undersigned (seller) on behalf of this Corporation from reputed Manufacturer/ Processing Unit of Made Tea (Processing Unit Registered under the Provision of Tea Marketing Control Order 2003) for purchasing standard quality of Green Leaves (Tea) of 5.00 lakhs Kgs approx. from Machmara Tea Estate (Unakoti Tripura) for the Crop season-2022. The date for dropping/receive of tender from 20-01-2022 to 31-01-2022 at 3:00 PM and the tender will be opened at 4:00 PM on 31-01-2022 if possible. The detailed terms & conditions of tender may please be visited Tripura Govt. Portal-[www.tripura.gov.in](http://www.tripura.gov.in) or the **official Notice Board** of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001.  
Sd/- Illegible  
Managing Director,  
Tripura Tea Development Corporation Ltd

ICA-C-3390-22



# জানা অজানা বিপর্যয়ের মুখে পৃথিবী



মানবজাতিযাদের জন্ম মূলত নক্ষত্র থেকে। অন্তত সময় ধরে এমন একটি জগতে বসবাসরত থাকে তারা পৃথিবী বলে ডাকেবর্তমানে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ চলা শুরু করেছে।

মহাজাগতিক সাগরের বেলোভূমি, কার্ল সাগান গবেষকেরা পৃথিবীতে মধ্যযুগব্যাপী গামা রশ্মি বিস্ফোরণের তীব্র আঁচের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। এটা সুদূর মহাশূন্যে কোনো বিস্ফোরণ থেকে নির্গত হয়ে ছুটে এসেছে।

হাজার আলোকবর্ষে সংঘটিত না হয়ে শত আলোকবর্ষে হলে নাকি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। এত দিন বিতর্ক থাকলেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুটো কৃষ্ণগহ্বরের পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বিশাল পরিমাণে গামা রশ্মি শক্তি মুক্ত করেছিল।

তারই আঘাতের চিহ্ন বিভিন্ন উদ্ভিদে আমরা দেখি। রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র থেকে তা জানা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে, শুধুমাত্র নয়, নানা রকম মধ্যযুগ থেকে বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে পৃথিবী।

অষ্টম শতাব্দীর দিকে মারাত্মক গামা রশ্মি বিস্ফোরণের ধাক্কা পৃথিবীতে এসে লেগেছিল। এটা নাকি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির সবচেয়ে শক্তিশালী গামা রশ্মি বিস্ফোরণের একটি। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা কয়েক হাজার মহাকোষের দুইয়ের দুটি নিউট্রন নক্ষত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষকে দায়ী করেছেন। এতে বিপুল পরিমাণে গামা রশ্মি মুক্ত হয়েছিল। সেই আঘাতের চিহ্ন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও বরফের মধ্যে রয়ে গেছে। গামা রশ্মি হচ্ছে, দৃশ্যমান আলোর মতো

একধরনের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে কম্পাঙ্কের হার ১০ হাজার গুণ বেশি, যা ১০ ফুট কক্ষিক্রিরে দেয়াল ভেদ করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। এ ধরনের গামা রশ্মির চিহ্ন পরমাণু বা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতিতে রেখে যাওয়া চিহ্ন মধ্যযুগে গামা রশ্মির তীব্র আঁচের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে উদ্ভিদ ও বরফে। এটা ২০১২ সালে গবেষকেরা জানতে পারেন। এ ব্যাপারে জাপানের প্রাচীন সিডারগাহ্‌র কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা। সেখানে আইসোটোপ তেজস্ক্রিয় কার্বন ১৪—এর (কার্বন মৌলের একটি ধরন) অস্বাভাবিক মাত্রা লক্ষ করেছেন। অ্যান্টার্কটিকার বরফেও এ ধরনের তেজস্ক্রিয়তা দেখা গেছে। তবে তা

আইসোটপ তেজস্ক্রিয় বেরিলিয়াম ১০ (বেরিলিয়াম মৌলিক পদার্থের একটি ধরন)—এর। আবহমণ্ডলের ওপরের অংশে নাইট্রোজেন পরমাণুতে তীব্র বিকিরণের আঘাতে এ ধরনের আইসোটপের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের আইসোটোপ মূল মৌলের চেয়ে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তেমন ভিন্ন নয়। তবে নিউক্লিয়াস পরমাণুর কেন্দ্র) ও প্রাণিজগতের ওপরে তার প্রভাব ব্যাপক। গাছের চক্র এবং বরফখণ্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাবহার করে গবেষকেরা নিশ্চিত হয়েছেন যে এই ঘটনা ৭৭৪ থেকে ৭৭৫ সালের মধ্যে ঘটেছিল। তবে এই বিকিরণ মরশুনি থেকে এসেছিল। শুধু তা—ই নয়, ৩ থেকে ১২ হাজার

বছরের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এই শ্যা্মাল পৃথিবীতে আঘাত হেনেছিল। প্রথম দিকে গবেষকেরা এ ঘটনার পেছনে সুপারনোভা অর্থাৎ বিস্ফোরণোন্মুখ নক্ষত্রের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেছিলেন। এ ধারণা বাতিল হয়ে যায়। এ রকম ঘটলে এখনো সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত এবং সরে যাওয়া টুকরোগুলোকে টেলিস্কোপে দেখা যেত। পরে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক দল গবেষক বলেন, অস্বাভাবিক বিশাল সৌর ফ্ল্যার বা সূর্য্যের পৃষ্ঠ থেকে আগুনের উচ্ছ্বাস পৃথিবীতে এসে বাপটা মেছেছিল। সাধারণভাবে এ সময়গুলোতে সূর্য্যপৃষ্ঠ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১৬ হাজার কোটি মেগা টন শক্তি নিঃসরণ করে, যা হিরোসিমায় নির্গত পরমাণু বোমার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি। কিন্তু ওই সময়ে শক্তিমাত্রা আরও বেশি ছিল। ওই বিজ্ঞানী দলের অনেকে এর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কারণ, সন্ধান পাওয়া আইসোটোপ কার্বন ১৪ ও বেরিলিয়াম ১০—এর উন্মেষের সঙ্গে সোলার ফ্ল্যারে উত্পন্ন শক্তি তুলনীয় নয়।

এরপর জার্মান পদার্থবিজ্ঞানীরা জানালেন, লাখ লাখ আলোকবর্ষের ব্যাপ্তি নিয়ে থাকা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রচণ্ড এক ভাবী বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল। দুটি গ্যালাকটিক বস্তুর সংঘর্ষে সৃষ্ট বিস্ফোরণের প্রবল বিকিরণের চেউ গ্যালাক্সিব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যালাকটিক বস্তুগুলো হতে পারে নিউট্রন নক্ষত্র, এমনকি কৃষ্ণগহ্বর পর্যন্ত। সূর্য্যের চেয়ে ৯ গুণ বেশি ভরের বস্তুই এ ধরনের পরিণতি বরণ করে। ১৯৩২ সালে নিউট্রন কণা আবিষ্কারের পরপর ডেভিডোভিচ ল্যান্ডাউ প্রথমে নিউট্রন নক্ষত্রের কথা বলেছিলেন। এ ধরনের নক্ষত্রে ইলেকট্রন—প্রোটন বলে কিছু থাকে না। বস্তুর চাপ শেষ পর্যন্ত এমন প্রবল হয় যে ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি এসে যায়। ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে পড়়ে এবং প্রোটনকে নিউট্রনে রূপান্তর করে। আরও বেশি ঘনত্ব ও চাপে নিউক্লিয়াস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পুরো নক্ষত্র শুধু নিউট্রন ভরা প্রকাণ্ড এক নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

নক্ষত্রটি বিশাল এক নিউট্রনের পিণ্ড। নিউট্রন নক্ষত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অভিকর্ষ ও অধঃপতিত নিউট্রনের চাপের ভারসাম্য। এ ধরনের নক্ষত্রের ভর সূর্য্যের তুলনায় ১ থেকে ৩ গুণের সমান। অথচ এ ধরনের ভরের নক্ষত্র যদি নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয়, তাহলে তার ব্যাস হবে মাত্র ১০ থেকে ৩০ কিলোমিটার। অনেকটা নারায়ণগঞ্জ শহরের মতো।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীতে এক চা—চামচ নিউট্রন নক্ষত্রের পদার্থের ওজন হয়ে বোঝা যাচ্ছে পাঁচ শ কোটি টন। আর মানুষকে নিউট্রনের ঘনত্ব দিলে তার আকৃতি আলপিনের সমান হবে। এই গবেষণাপত্রের লেখক, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক রালফ নেউহসার বলেনছেন, “কয়েক সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত গামা রশ্মি বিস্ফোরণের বর্ণালির দিকে তাকিয়েছিলাম। আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ করলাম, এটি সন্ধান পাওয়া কার্বন ১৪ ও বেরিলিয়াম ১০—এর উত্াদন হারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

কৃষ্ণগহ্বর, নিউট্রন নক্ষত্র বা সাদা তা—ই নয়, ৩ থেকে ১২ হাজার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## টিকা গবেষণার জন্য ১০০ কোটি দেয়নি ‘পিএম কেয়ার্স ঃ আরটিআই

**নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।**। গত বছরের জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে টিকাকরণ শুরু হলেও বার বার বিতর্ক ঘনিয়েছে টিকার জোগান নিয়ে। এবার সামনে এল একটি তথ্য। জানা গেল, টিকা সংক্রান্ত গবেষণা ও অন্যান্য খাতে ১০০ কোটি টাকা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ‘পিএম কেয়ার্স ফান্ড’ তা তারা রাখেনি। তথ্য জানানার অধিকার তথা আরটিআইয়ের উত্তরে এমনটাই জানিয়েছে খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, সমাজকর্মী লোকেশ বাব্রা তথ্য জানানার অধিকার আইনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে জানতে চান। এক জবাবে মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, “এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা বিভাগ থেকে যা জানানো হয়েছে, তার ভিত্তি বলা যায় এখনও পর্যন্ত এই খাতে পিএম কেয়ার্সের তরফে কোনও সাহায্য করা হয়নি।” উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১৩ মে পিএমও-র তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, কোভিড-১৯-এর সঙ্গে ভারতের লড়াইয়ে

৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা সাহায্য করবে মোদি সরকার। পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে টিকার গবেষণা ও উন্নতিকল্পে ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। মুখ্য বিজ্ঞান উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে সেই টাকা খরচ করা হবে বলেও ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল। কিন্তু এবার খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রকই জানাল, প্রধানমন্ত্রীর ওই তহবিল থেকে কোনও অর্থ সাহায্যই করা হয়নি টিকার টিকা সংক্রান্ত গবেষণা ও অন্যান্য খাতে। এদিকে গত রবিবারই ১ বছর পূর্ণ হয়েছে করোনার টিকাকরণে। সেই উ পলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে টিকাকরণের সঙ্গে যুক্ত সকলকে কুর্নিশ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মনে করিয়ে দেন, টিকাকরণের সাফল্যেই করোনার সঙ্গে লড়াতে সক্ষম হয়েছে দেশ। এড়ানো গিয়েছে প্রাণহানি। এখনও পর্যন্ত দেশের ৯২ শতাংশ মানুষ টিকার অন্তত একটি ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়ে গিয়েছে ৬৮ শতাংশের। এরই পাশাপাশি এই বছর থেকেই শুরু হয়েছে বুস্টার ডোজ দেওয়া।

## ওমিক্রন

### রাজ্যগুলিকে চিঠি কেন্দ্রের

**নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।**। ওমিক্রন নিয়ে উল্লেগের মধ্যেই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ফের চিঠি দিয়ে সতর্ক করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব আরতি অহুজা চিঠি দিয়ে প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসককে সংক্রমণ পরিহ্রিতির উপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ’ (সিএসএমআর)-এর নির্দেশিকা মেনে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়ে ‘ইটস্পট’ এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। কনট্যাক্ট ট্রেসিং, প্রয়োজন করোনা আক্রান্তদের নিভৃতবাসের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। কোথাও

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বিহারে এনডিএ’তে অশান্তি চরমে

**পাটনা, ১৮ জানুয়ারি।**। ফের বিহারে শরিকি কোন্সলে জর্জরিত বিজেপি। জেডিইউ নেতা তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে সে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বের তিক্ততা চরমে। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন যে, বিহারের বিজেপি রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়াল প্রকাশ্যেই নীতীশকে ঈশ্বর্য্যি দিয়ে বসলেন। বলে দিলেন, জোটের মর্যাদা বজায় রাখুন। একপেশেভাবে জোট বজায় রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। বছর দুই আগে বিধানসভা ভোটে জেডিইউয়ের থেকে অনেক বেশি আসন পাওয়া সত্ত্বেও জোটধর্মের স্বার্থে নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি। তখনই অন্ধের পদাঙ্কা করেছিলেন, বিহারের এই এনডিএ সরকার মসৃণভাবে চলতে পারবে না। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। শুরু থেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পদে পদে হেঁচট খেতে হচ্ছে নীতীশ কুমারকে। আবার জেডিইউ নেতারা

নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখার স্বার্থে মাঝে মাঝেই কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে যাচ্ছেন। মোট কথা বিহারের এই দুই শরিকের মধ্যে ঠোকাঠুকি টুকটাকি লেগেই আছে। সম্প্রতি তিক্ততা চরমে পৌঁছেছে দ্বাশংকর সিনহা নামের এক নাট্যকারকে পদাশ্রী এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমি দেওয়া নিয়ে। অতীতে এই দ্বাশংকর সিনহা সম্রাট অশোককে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। যা একেবারেই না পসন্দ বিহারবাসীর। সম্রাট অশোকের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের তুলনাকারী এই ব্যক্তির পদাশ্রী প্রত্যাহারের দাবিতে দিন কয়েক আগে টুইটারে সরব হয়েছিলেন জেডিইউ নেতারা। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নাম করে বধ জেডিইউ নেতা টুইট করেন দ্বাশংকর সিনহার পদাশ্রী প্রত্যাহারের

## অখিলেশ’র প্রচারে লখনউ যাবেন মমতা

**কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি।**। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে লড়াবে না তৃণমূল। দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি-কে হারানোর উদ্দেশ্যে সব আসনেই অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন করবেন। এসপি-র হয়ে ভোটের প্রচারেও যাবেন সে রাজ্যে। মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠকের পরে এই দাবি করেছেন অখিলেশের দূত কিরণময় নন্দ। মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠকের পরে এই দাবি করেছেন অখিলেশের দূত কিরণময় নন্দ। মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বৈঠকের পরে এই দাবি করেছেন অখিলেশের দূত কিরণময় নন্দ।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বিকল টেলিপ্রস্পটার! মোদিকে কটাক্ষ রাহুলের

**নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি।**। দাভোস বিশ্ব ইকোনমিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় হঠাৎই কাজ করছিল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেলিপ্রস্পটার। বাধ্য হয়ে মাঝপথে বক্তব্য থামান তিনি। এই ঘটনায় মঙ্গলবার মোদিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাহুল গান্ধী। রাহুল বলেন, “টেলিপ্রস্পটারও চাইছিল না মিথ্যে কথা বলতে।” একই ঘটনায় মোদিকে খোঁচা দিয়ে টুইট করে করেছেন তৃণমূল সাংসদ ও অভিনেত্রী নুসরত জাহানও। গতকাল রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অংশ নিয়েছিলেন দাভোস বিশ্ব ইকোনমিক সম্মেলনে। ৫ দিন ধরে চলা ইকোনমিক সামিটের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বক্তব্য রাখার সময়ই হয় বিপত্তি। বলতে শুরু করার পর হঠাৎই তাঁর টেলিপ্রস্পটার কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে মাঝ পথেই তিনি বক্তব্য থামিয়ে দিতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় গোটা দেশে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হয়েছে ঘটনাটি। দীর্ঘ সময় ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় যোরা ফেরা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেলিপ্রস্পটার বিকল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। এদিকে বক্তব্যের মাঝ পথে টেলিপ্রস্পটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় মোদিকে কটাক্ষ করেছেন রাহুল গান্ধী। এই বিষয়ে মঙ্গলবার একটি টুইট করেন তিনি। লেখেন, “টেলিপ্রস্পটারও চাইছিল না মিথ্যে কথা বলতে। সেই কারণেই কাজ করছিল না যন্ত্রটি।” রাহুলের এই টুইট আবার শোরার করতে শুরু করে কংগ্রেস নেতার ভক্তেরা। তাঁরা সঙ্গে জুড়ে দেন রাহুলের একটি পুরোনো বক্তব্যের ভিডিও। যেখানে কংগ্রেস নেতাকে বলতে শোনা যায়, “নরেন্দ্র মোদি নিজে কথা বলতে পারেন না, টেলিপ্রস্পটার দেখে তিনি বক্তব্য পাঠ করেন।” এই সঙ্গে লেখা হয়, “ফের রাহুল গান্ধীজির বক্তব্য সতি প্রমাণিত হল।” একই ঘটনায় মোদিকে কটাক্ষ করে টুইট করেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিনেত্রী নুসরত জাহানও। মোদির টেলিপ্রস্পটার মন্দ হয়ে যাওয়ার ভিডিও পোস্ট করে নুসরত লেখেন, “প্রায় সময়ই আমাদের আদরনীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সামনে থেকে নেতৃত্বের উদাহরণ দেন। ভারত তো আত্মনির্ভর হব, কিন্তু আপনি টেলিপ্রস্পটার তো ছাড়ুন।”

## সর্দার ভগবন্ত মান মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী



**চণ্ডীগড়, ১৮ জানুয়ারি।**। ‘মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেবেন সাধারণ মানুষ’। সপ্তাহখানেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন আম আদমি পার্টির কনভেনর অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বড়সড় হামলায় ছক কথা হচ্ছে। টার্গেট করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। ২৬ জানুয়ারির মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে এমনই বিস্ফোরক তথ্য এসে পৌঁছলো ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে। একটি সর্বভারতীয় ইংরাজি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গোয়েন্দা সংস্থান’ পার্টির একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে। সেখানেই উঠে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানকেই হামলাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকার কথা নেতা-মন্ত্রী-সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের। এবারের ৭৫ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এশিয়ার পাঁচটি দেশ কাজাখস্তান, কির্গিজিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান থেকেও অতিথিদের আয়োজন করার কথা ভারতের। কারা হামলায় ছক

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিতর্কেও জড়িয়েছেন। ভগবন্ত মানের বিরুদ্ধে খাস সংসদ ভবনে বসে পর্ন দেখারও অভিযোগ আছে। অতিরিক্ত মদ্যপায়ী বলে দুর্নামও রয়েছে তাঁর। তবে, ইদানিং পাঞ্জাবে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ভগবন্ত মানের নাম ঘোষণা করলেন আপ সূত্রিমাং। এবারে পাঞ্জাবের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী বেছে নেওয়ার সুযোগ আমজন তাকেই দিয়েছিলেন কেজরি। টোল ফ্রি নম্বর দিয়ে জনতার কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা কাকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে দেখতে চান। ফোন, এসএমএস এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের কথা জানানোর সুযোগ ছিল আমজনতার কাছে। আম আদমি পার্টির দাবি, তাঁদের এই অভিনব সমীক্ষায় সাড়া দিয়েছেন মোট ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার মানুষ এবং এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ৯৩ শতাংশই প্রাক্তন কমেডিয়ান ভগবন্ত মানকে আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। ভগবন্ত মান প্রম্মাণীভভাবে এই মুহূর্তে পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। ২০১৪ থেকে পাঞ্জাবের সঙ্গরন্ব কেন্দ্রের সাংসদ তিনি। একসময় কমেডিয়ান হিসাবে জনপ্রিয় ছিলেন। একাধিকবার

# ব্রহ্মপুত্রের বুকে সড়ক বানাচ্ছে বাংলাদেশের বালু মাফিয়ারা

**মাছুম বিরাহ, ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি**।। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের নৌ সংযোগ স্থাপনে শিপিং রুট চালুর নীতি প্রকল্পের কাজ চলছে, তখন এই নদের ভেতর সড়ক নির্মাণ করে জল প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করছে বাংলাদেশের বালু মাফিয়ারা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বম্বর, নৌ পরিবহন ও নৌপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে শিপিং রুট চালুর ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, “এই রুটের মাধ্যমে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে পণ্যবাহী কার্গো ও যাত্রীবাহী জাহাজ বাংলাদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে। ইতিমধ্যে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য বরাক ও ব্রহ্মপুত্র নদের জলপথ প্রশস্ত ও ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজগুলো বাংলাদেশ হয়ে হলদিয়ায় সংযুক্ত হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের ধুবরীর ওপারে অংশে তীর থেকে

অবৈধ টাউন্স মালিক সমিতি। ব্রহ্মপুত্র নদের নিম্নরঙ্গ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে প্রায় দুইশ’ মিটার বরাক ও ব্রহ্মপুত্র নদের জলপথ প্রশস্ত ও ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজগুলো বাংলাদেশ হয়ে হলদিয়ায় সংযুক্ত হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের ধুবরীর ওপারে অংশে তীর থেকে

উত্তোলন করে বিক্রির উদ্দেশ্যে এই সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। প্রসঙ্গত, কুড়ি গ্রামে কোনও বালুমহাল নেই। তবে বছর জুড়েই এ জেলার প্রায় প্রতিটি নদ-নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও

● এরপর দুইয়ের পাতায়

উত্তোলন করে বিক্রির উদ্দেশ্যে এই সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। প্রসঙ্গত, কুড়ি গ্রামে কোনও বালুমহাল নেই। তবে বছর জুড়েই এ জেলার প্রায় প্রতিটি নদ-নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও

## লাইফ স্টাইল

# বড়দের নয়, ওমিক্রনে বেশি ভয় শিশুদের

## এমনই বলছেন চিকিৎসকরা

হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শিশুদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের প্রভাব কম পড়ছে, এ কথা এখনও সত্যি। কিন্তু স্কেন্ডার তুলনায় ওমিক্রনে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের শরীরে বেশি উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, এটাও পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার। কোন বাসের শিশুদের ঝুঁকি বেশি? দেশের নামজাদা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক অমিত গুপ্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছেন, ‘ওমিক্রনের উৎসল

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাচ্ছে, ৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের উপর ওমিক্রন জোরদার প্রভাব ফেলছিল। বিশেষ করে যে সব শিশুদের অন্য কোনও জটিল অসুখ আছে, বা যারা অল্লেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে ওমিক্রন বেশি প্রভাব ফেলেছে। এটা আগের কোনও ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।’ শিশুদের ওমিক্রন থেকে বাঁচাবেন কীভাবে? চিকিৎসক অমিত গুপ্তা এ জন্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন।

বাবা-মা এবং বাড়ির অন্যরা নিয়ম মেনে ভ্যাকসিন নিন। তাহলে তাঁদের মারফৎ কোভিড শিশুদের মধ্যে ছড়ানোর আশঙ্কা কিছুটা কমবে। ওমিক্রন দ্রুত ছড়াচ্ছে। সম্ভব হলে এই সময়ে সোশ্যাল ডিসটেন্সিং-এর নিয়ম মেনে চলুন। অতিথিদের বাড়িতে ডাকা বন্ধ করুন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। শিশুদের সঙ্গে কথা বলুন। ওরা যেন ভয় না পায়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থান ওদের বুঝিয়ে বলুন।









